



# সাম্যবাদী

- কাজী নজরুল ইসলাম



## ➡ কবিতা বিন্যাস

শিক্ষার্থীগণ! সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি মুখস্থনির্ভর নয়, পাঠ্যবইনির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার পূর্বে গল্পটির শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা একান্ত আবশ্যিক।

## ➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

✱ শিখন ফল.....	৪
✱ পাঠ পরিচিতি.....	৪
✱ লেখক পরিচিতি.....	৪
✱ উৎস পরিচিতি.....	৫
✱ বস্তুসংক্ষেপ.....	৫
✱ নামকরণ.....	৫
✱ শব্দার্থ ও টীকা.....	৬
✱ বানান সতর্কতা.....	৬

## ➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

✱ অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর.....	৭
✱ মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর.....	৮
✱ টেক্সট বুক এনালাইসিস.....	২০
ক. জ্ঞানমূলক.....	২০
খ. অনুধাবনমূলক.....	২২
✱ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
খ. বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর.....	২৭
গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর.....	৩১

## ➡ রিভিশন অংশ (Revision)

✱ বাড়ির কাজ.....	৩২
✱ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা.....	৩২

## ➡ পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

✱ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক.....	৩৩
-----------------------------	----

## ➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

সৃজনশীল পদ্ধতি মুখস্থনির্ভর বিদ্যা নয়, পাঠ্যবই নির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার আগে গল্প/কবিতার শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব বিষয়গুলো জেনে নিলে এ অধ্যায়ের যেকোনো সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে।

### ✱ শিখন ফল

- “ধর্ম-বর্ণ দ্বারা মানুষের বিভাজন মানুষের তৈরি, স্রষ্টার নয়।” –এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবে।
- সাম্যবাদ কী-সে সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ধর্ম-সম্প্রদায়গত পরিচিতি মানুষের প্রকৃত পরিচয় নয়, প্রকৃত পরিচয় সে মানুষ-এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে।
- পৃথিবীর সব দেশের সব কালের সব ধর্মের সব মানুষ অভিনু একজাতি-এ বিষয়ে জ্ঞাত হবে।
- ধর্মপ্রচারকদের ধ্যানমগ্ন হওয়া ও প্রকৃত পন্থা অনুসন্ধানে মানব হৃদয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
- মানুষ এবং মানুষের হৃদয় কীভাবে সর্বোচ্চ মূল্য ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য তা উপলব্ধি করতে পারবে।
- ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়, ধর্মগ্রন্থের চেয়ে মানুষের হৃদয় বড় এ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় উপাসনালয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- মানব মহিমা প্রচারে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অভিনু মানবসত্তা ও সাম্যবাদের মূলনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

### ✱ পাঠ পরিচিতি

আবদুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ‘নজরুল রচনাবলি’র প্রথম খণ্ড থেকে “সাম্যবাদী” কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘সাম্যবাদী’ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটিতে বৈষম্যবিহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। কবি এ ‘সাম্যের গান’ গেয়েই গোটা মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে আগ্রহী। কবির বিশ্বাস মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার চেয়ে সম্মানের আর কিছু হতে পারে না। নজরুলের এ আদর্শ আজও প্রতিটি সত্যিকার মানুষের জীবনপথের প্রেরণা। কিন্তু মানুষ এখনও সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে রাজনীতি করছে, মানুষকে শোষণ করছে, একের বিরুদ্ধে অন্যকে উস্কে দিচ্ছে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষকে পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। নজরুল আলোচ্য কবিতায় সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : “মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেরে সুরাসুর”। তাই তিনি জোর দেন অন্তর-ধর্মের ওপর। ধর্মগ্রন্থ পড়ে যে জ্ঞান মানুষ আহরণ করতে পারে, তাকে যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন প্রগাঢ় মানবিকতাবোধ। মানুষের হৃদয়ের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ কোনো তীর্থ নেই, এই প্রতীতি কবির স্বেপার্জিত অনুভব। এ কারণেই কবি মানবিক মেলবন্ধনের এক অপূর্ব সংগীত পরিবেশন করতে আগ্রহী। এ গানে মানুষে মানুষে সব ব্যবধান ঘুচে যাবে। মানবতার সুবাস ছড়ানো আত্মার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই জীবনকে পবিত্রতম করে তোলা সম্ভব, এ মর্মবাণীকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াই এ কবিতায় নজরুলের উদ্দেশ্য।

### ✱ কবি পরিচিতি

নাম	কাজী নজরুল ইসলাম
জন্মপরিচয়	জন্ম তারিখ : ২৫ মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান : বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম : কাজী ফকির আহমদ। মাতার নাম : জাহেদা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	প্রাথমিক শিক্ষা : গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শিক্ষালাভ। মাধ্যমিক : প্রথমে রানিগঞ্জের সিয়ারসোল স্কুল, পরে মাথরুন উচ্চ ইংরেজি স্কুল, সর্বশেষ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন।
পেশা/কর্মজীবন	প্রথম জীবনে জীবিকার তাগিদে তিনি কবি-দলে, বুটির দোকানে এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসায় গান লেখা ও সুরারোপ ও সাহিত্য সাধনা।
সাহিত্য সাধনা	কাব্যগ্রন্থ : অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, সর্বহারার, ফণি-মনসা, জিঞ্জীর, সন্দ্বীপা, প্রলয় শিখা, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, সিন্ধু হিন্দোল, চক্রবাক। উপন্যাস : বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা। গল্প : ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা। নাটক : ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে। প্রবন্ধগ্রন্থ : যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধূমকেতু।

	<b>জীবনীগ্রন্থ</b> : মরুভাস্কর [হযরত মুহম্মদ (স)এর জীবনীগ্রন্থ] <b>অনুবাদ</b> : রুবাইয়াত-ই-হাফিজ, রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম, কাব্যে আমপারা। <b>গানের সংকলন</b> : বুলবুল, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, নজরুল গীতি, সুরলিপি, গানের মালা, চিত্তনামা ইত্যাদি। <b>সম্পাদিত পত্রিকা</b> : ধূমকেতু, লাজল, দৈনিক নবযুগ।
<b>পুরস্কার সম্মাননা</b>	ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘জগত্তারিনী স্বর্ণপদক’, ভারত সরকার প্রদত্ত ‘পদ্মভূষণ’ উপাধি লাভ। রবীন্দ্রভারতী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করেন। তাছাড়া ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কবিকে একুশে পদক প্রদান এবং জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।
<b>জীবনাবসান</b>	<b>মৃত্যু তারিখ</b> : ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ। <b>সমাধিস্থান</b> : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ।

### ✱ উৎস পরিচিতি

আবদুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ‘নজরুল রচনাবলি’র প্রথম খণ্ড থেকে “সাম্যবাদী” কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘সাম্যবাদী কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এ কবিতাটি।

### ✱ বস্তুসংক্ষেপ

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর এ বিদ্রোহ সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতার মধ্যে। ‘সম্বিতা’ কাব্য সংকলনের অন্তর্গত ‘সাম্যবাদী’ তেমনি একটি কবিতা।

‘সাম্যবাদী’ কবিতার মূল সূর হলো অসাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবি জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছেন এ কবিতায়। কবিতার প্রথমেই কবি একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজের আহ্বান জানিয়েছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম বা যে যে ধর্মেরই হোক না কেন সবার মাঝে একটা বন্ধুসুলভ সম্পর্ক কবির প্রত্যাশা। তাহলেই সব প্রতিকূলতা এড়িয়ে সামনে (মুক্তির লক্ষ্যে) এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। কবির মতে, যার যার ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ তার কাছে বড় এবং সঠিক পথপ্রদর্শক। তাই তিনি সবার নিজ নিজ আত্মার মধ্যে প্রকৃত দেবতার অন্বেষণ করতে বলেছেন। কবির মতে, সৃষ্টিকে খুঁজতে মন্দির, মসজিদ কিংবা গির্জায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কবি মানবহৃদয়ে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির বলে দাবি করেছেন। তাই কবি বলেছেন— “এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।” মূলত যে, যে ধর্মের হোক না কেন, আত্ম-অহংকার পরিহার করতে পারলেই সব অন্তরায়কেই প্রতিহত করা সম্ভব। তাই তো কবি এ কবিতায় সাম্যের জয়গান গেয়েছেন। আর সকলের কাছেই কবি এ সাম্যবাদী মনোভাব প্রত্যাশা করেছেন।

### ✱ নামকরণ ও সার্থকতা

**নামকরণ** : বিষয়ের অন্তর্নিহিত সংকেত বা ভাবের ওপর ভিত্তি করে কবিতার নামকরণ করা হয়েছে ‘সাম্যবাদী’। মনুষ্যত্ববোধের কারণে সব মানুষের মধ্যে মানবতার কার্যকারিতা রয়েছে। আর মানবিকতাকে ধারণ করে আছে আমাদের হৃদয়। এ হৃদয়ের কাছে সব মানুষ এক, অধিকার ও মর্যাদার অনুভবের দিক থেকে সবাই সমান। হৃদয়ের কাছে কোনো জাতি-বর্ণের ব্যবধান নেই। সবার শরীরে যেমন একই লাল রক্ত বইছে, তেমনি সব হৃদয় একই বর্ণে-গন্ধে একাকার হয়ে আছে। হৃদয়ের কাছে সবচেয়ে বড় হলো মানুষ। এই পৃথিবীতে যা কিছু বইছে, তেমনি সব হৃদয় একই বর্ণে-গন্ধে একাকার হয়ে আছে। হৃদয়ের কাছে সবচেয়ে বড় হলো মানুষ। এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে, যা কিছু এসেছে, যা কিছু গড়ে উঠেছে, তার সবই মানুষের জন্য। এ কারণে কোনো হৃদয়কে পার্সি, জৈন, ইহুদি, সাঁওতাল, ভীল, গারো তা খুঁজে দেখে না। হৃদয়ের কাছে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের পার্থক্য নেই, তেমনি কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-গ্রন্থসাহেব-এরও কোনো পার্থক্য নেই। কেননা সব ধর্মগ্রন্থেই মানুষের কল্যাণের কথাই বিধৃত রয়েছে। মানুষের প্রাণ খুলে দেখা যাবে সব প্রাণের মধ্যেই রয়েছে ‘সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান।’ হৃদয়ের ধ্যান-গুহায় বসেই বাঁশির কিশোর, মেঘের রাখাল, শাক্যমুনি, আরব-দুলাল সাম-দান শুনছিলেন। তাই কবি দৃঢ় ও উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন—‘মিথ্যা শুনিনি ভাই, এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।’ সাম্যবাদের উৎস-হৃদয় সাম্যবাদী। এই তাৎপর্যপূর্ণ দিক বিবেচনায় কবিতার নামকরণ ‘সাম্যবাদী’ যথার্থ ও সুন্দর হয়েছে।

**সার্থকতা** : মানুষের হৃদয় এক শাস্ত্রত সত্তা। তার শক্তি অপার, ব্যক্তি বিসৃত, বৈশিষ্ট্য উদার, স্বরূপ মানবিক, দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ। যে কারণে হৃদয়ের কাছে সব মানুষই মানুষ, সব মানুষই সমান। সব বাধা-ব্যবধান ঘুচিয়ে সবাই তার কাছে এসে এক হয়ে গেছে। কবি জানেন, ‘তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান’ এবং ‘মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়।’ তাই দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দেন— ‘এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।’ হৃদয় সাম্যের অনুরাগী ও অনুসারী তাই সাম্যবাদী।

### ✱ শব্দার্থ ও টীকা

সাম্য — সমদর্শিতা। সমতা।

সাম্যবাদ — জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এই মতবাদ।

পার্সি	— পারস্যদেশের বা ইরানের নাগরিক।
জৈন	— জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী জাতি।
ইহুদি	— প্রাচীন হিব্রু বা জু-জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ।
সাঁওতাল, ভীল	— ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম নৃগোষ্ঠীবিশেষ।
গারো	— গারো পর্বত অঞ্চলের অধিবাসী। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীবিশেষ।
কনফুসিয়াস	— চীনা দার্শনিক। এখানে তাঁর অনুসারীদের বোঝানো হয়েছে।
চার্বাক	— একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি। তিনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে আস্থাশীল ছিলেন না।
জেন্দাবেস্তা	— পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা জেন্দা।
সকল শাস্ত্র ... দেখ নিজ প্রাণ	— ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফ, হিন্দুদের বেদ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বাইবেল—এভাবে পৃথিবীর নানা জাতির নানান ধর্মগ্রন্থ। কবি এখানে বলতে চেয়েছেন সকল ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই সংকলিত আছে তা হচ্ছে মানবতাবোধ, সমতার দৃষ্টিভঙ্গি।
যুগাবতার	— বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ।
দেউল	— দেবালয়। মন্দির।
ঝুট	— মিথ্যা।
নীলাচল	— জগন্নাথক্ষেত্র। নীলবর্ণযুক্ত পাহাড়। যে বিশাল পাহাড়ের পরিসীমা নির্ধারণ করা যায় না।
কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া	— হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় কয়েকটি স্থান।
জেরুজালেম	— বায়তুল-মোকাদাস। ফিলিস্তিনে অবস্থিত এ স্থানটি মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পুণ্যস্থান।
মসজিদ এই ... এই হৃদয়	— মানুষের হৃদয়ই মসজিদ, মন্দির গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র।
বাঁশির কিশোর গাহিলেন	
মহা-গীতা	— হিন্দুধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
শাক্যমুনি	— শাক্যবংশে জন্ম যার। বুদ্ধদেব।
বন্দরে	— পর্বতের গুহা। (হৃদয়ের) গভীর গোপন স্থান।
আরব-দুলাল	— হজরত মুহাম্মদ (স)।
কোরানের সাম-গান	— পবিত্র কোরানের সাম্যের বাণী।

### ✱ বানান সতর্কতা

বৌদ্ধ, ইহুদি, পণ্ড্রম, ত্রিপিটক, শূল, কঙ্কাল, শাক্যমুনি, জেন্দাবেস্তা, ধ্যান-গুহা, রণ-ভূমে, কনফুসিয়াস, সাঁওতাল, পুরাণ।

## ➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

**উদ্দীপক ১ ➡** নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শুধাও আমাকে “এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে  
তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রটি শোন নাই  
সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।”  
এক সাথে আছি একসাথে বাঁচি আরও একসাথে থাকবই  
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই।



- ক. ‘যুগাবতার’ অর্থ কী? ১
- খ. কবি কেন সাম্যের গান গেয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন দিকটি তুলে ধরা হয়েছে?— ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দিষ্ট দিকটি হৃদয়ে লালন করার মাধ্যমে আমরা সুন্দর-সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে পারব।”— ৪  
বিশ্লেষণ কর।

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক উত্তর

- যুগাবতার এর অর্থ হলো বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ।

#### খ অনুধাবন

- মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে কবি সাম্যের গান গেয়েছেন।
- কবি বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তুলতে চান। কবির বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই এবং প্রতিটি মানুষই সমান মর্যাদার অধিকারী। মানুষে মানুষে সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে তিনি ‘সাম্যের গান’ গেয়েছেন।

## গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মানবতার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্কার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।
- পৃথিবীতে আজ মানুষে মানুষে বিভেদ চরমে পৌঁছে গিয়েছে। অর্থ, ক্ষমতা, সম্মান আর মর্যাদার লোভে মানুষ উন্মাদ হয়ে উঠেছে। মানুষের হৃদয়সত্যই সব থেকে বড় সত্য।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি জোর দিয়েছেন মানুষের অন্তরধর্মের ওপর। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষ আজ মানুষকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। কবি এ সমাজ চান না। তিনি চান এমন এক সমাজ যেখানে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদ্দীপকে আমরা ‘সাম্যবাদী’ কবিতার হৃদয়সত্যের উদ্বোধনের বিষয়টি লক্ষ্য করি। বাঙালি জাতির মানবতাবাদী চেতনা, তাদের হৃদয়সত্যের ওপর বিশ্বাসের কথাই আলোচ্য উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। আর এর মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি এক অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তুলেছে। সুতরাং, উদ্দীপকে মূলত ‘সাম্যবাদী’ হৃদয়সত্য বিষয়টিই মুখ্য হিসেবে দেখা দিয়েছে।

## ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাম্যবাদী ও মানবতাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, যা হৃদয়ে লালন করার মাধ্যমে আমরা সুন্দর সুখী সমাজ গড়ে তুলতে পারব।
- সুখী সুন্দর সমাজ গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠা। যে সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদ বিদ্যমান যে সমাজে আছে কেবল অশান্তি, হানাহানি। তাই সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়োজন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবির বিশ্বাস মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার চেয়ে সম্মানের আর কিছু হতে পারে না। প্রতিটি মানুষ যখন এ স্বীকৃতি লাভ করে তখন মানুষে মানুষে কোনো বিভেদ থাকে না। তবে বিভেদহীন সমাজ তখনই গড়ে তোলা সম্ভব যখন প্রতিটি মানুষ অন্তর ধর্মকে স্বীকৃতি দেবে, যখন মানুষের মধ্যে মানবধর্মই প্রধান হয়ে উঠবে। উদ্দীপকে আমরা বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চেতনার পরিচয় পাই। ধর্মকে নয়, জাতিকে নয়, মানুষকে, মানুষের হৃদয়ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছিল বলেই বাঙালির জীবনে এত বড় বিজয় অর্জিত হয়েছে। আপামর বাঙালির প্রচেষ্টায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে।
- উপর্যুক্ত আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, সাম্য ও মানবতা এ দুটি সুখী সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। তাই প্রতিটি বাঙালি এ দিকটি হৃদয়ে লালন করলেই সুখী সুন্দর সমাজ গঠন সম্ভব। উদ্দীপকে এবং ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় এ সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।

## ➡ অতিরিক্ত অনুশীলন (সৃজনশীল) অংশ

### উদ্দীপক ২ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অনুপ একা বাড়িতে বৃন্দা মাকে রেখে তীর্থদর্শনে বের হলো। পথে গুরুতর অসুস্থ হয়ে সে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নিল। আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রুষায় সুস্থ হলে প্রায় দু’সপ্তাহ পরে অনুপ পুনরায় তীর্থভ্রমণে যাওয়ার উদ্যোগ নিল। ব্রাহ্মণ এবার অনুপকে বললেন, “এই দুর্বল শরীরে তীর্থে যেও না। কারণ তোমার হৃদয়ই তো প্রকৃত তীর্থস্থল।”



- |  |   |
|--|---|
| ক. ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় মগজে কী হানার কথা বলা হয়েছে?   | ১ |
| খ. পুঁথিকে মৃত-কঙ্কালের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকটির মূল বক্তব্য কোন দিক থেকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।             | ৩ |
| ঘ. “আশ্রয়দাতা’ ও কবি কাজী নজরুল ইসলামের মানসিকতা যেন একসূত্রে গাঁথা”-মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। | ৪ |

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় মগজে শূল হানার কথা বলা হয়েছে।

#### খ অনুধাবন

- পুঁথি নির্জীব ও জড় বলে একে মৃত কঙ্কালের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
- মৃত ব্যক্তি ও কঙ্কাল চলাচল করতে পারে না। এরা অনড় ও অচলায়তনের প্রতীক। পুঁথি তথা শাস্ত্রগ্রন্থ বা কেতাব মৃতবৎ কঙ্কালস্বরূপ। জড়ত্ব ও নির্জীবতার জন্যই এসব পুঁথিকে মৃত-কঙ্কালের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

#### গ প্রয়োগ

- মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য প্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকের মূলবক্তব্য ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- মানব হৃদয় অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার। নীতি, জ্ঞান, প্রজ্ঞাসহ সবকিছুই মানুষের অন্তর হতেই উৎসারিত, যা উদ্দীপক ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই আলোচিত হয়েছে।
- উদ্দীপকে তীর্থভ্রমণে যাওয়ার জন্য অনুপের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। জাগতিক তীর্থভূমির দিকে মানুষের আকর্ষণ বেশি। কারণ, মানবহৃদয়েই সকল ঐশ্বর্যের কেন্দ্রবিন্দু অনেকেই তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি মানুষের হৃদয়কে বিশ্বদেউল বা সকল তীর্থের পুঞ্জীভূত রূপ হিসেবে কল্পনা করেছেন। মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা আছে বলে কবি বিশ্বাস করেন না। অন্যদিকে উদ্দীপকের মূলবক্তব্য হলো আপন অন্তরে প্রকৃত তীর্থস্থলের অবস্থান। অর্থাৎ, ‘সাম্যবাদী’ কবিতা এবং উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রেই মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য ও পবিত্রতাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এদিক থেকে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উক্তিটি আলোচ্য উদ্দীপক ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতার আলোকে সঠিক ও যথার্থ।
- মানবহৃদয়েই সকল ঐশ্বর্যের অবস্থান। কিন্তু সংশয়গ্রস্ত মানুষ সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে তীর্থস্থান ভ্রমণে বের হয়। অথচ নিজের হৃদয়েই যে প্রকৃত তীর্থস্থল-তা তারা বুঝতে পারে না।
- উদ্দীপকে আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণকে আপন অস্তিত্বে বিশ্বাসী একজন দৃঢ় মানসিকতার মানুষ হিসেবে দেখা যায়। প্রতিটি মানুষের মনের মণিকোঠায় প্রকৃত তীর্থস্থলের অবস্থান রয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তাই তিনি অনুপকে তীর্থভ্রমণে যেতে নিষেধ করেন। ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবির কণ্ঠে খুব দৃঢ়তার সাথে উচ্চারিত হয়েছে, ‘এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।’ মানুষের অন্তরকে তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয় বলে অভিমত পোষণ করেছেন কবি।
- আলোচ্য উদ্দীপকে ব্রাহ্মণের মানসিকতা ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মনোভাব এক ও অভিন্ন। তাঁরা দুজনই হৃদয়ের পবিত্রতা ও ঐশ্বর্যে বিশ্বাসী। অতএব স্পষ্টতই ‘আশ্রয়দাতা’ ও কবি কাজী নজরুল ইসলামের মানসিকতা যেন একসূত্রে গাঁথা উক্তিটি যথার্থ।

### উদ্দীপক ৩ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন মানুষ, মানুষের সৃষ্টি ধর্ম,  
জাতি-বর্ণে হানাহানি ও কোন মানুষের কর্ম?  
বৃথা ঘুরিনু তীর্থক্ষেত্রে খোদা-যিশু জিকির তুলি,  
হৃদয়ে রয়েছে তোর স্রষ্টা কেন গেলে তা ভুলি?



- |  |   |
|--|---|
| ক. ইরানের নাগরিকদের কী বলে?  | ১ |
| খ. ধর্মগ্রন্থ পাঠ পণ্ডশ্রম হয় কখন?                                    | ২ |
| গ. উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলে ধর।   | ৩ |
| ঘ. “উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার পূর্ণচিত্র নয়”—যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। | ৪ |

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ইরানের নাগরিকদের পার্সি বলে।

#### খ অনুধাবন

- ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র যে মানবতাবোধ তা আত্মস্ব না হলে সেই পাঠ পণ্ডশ্রম হয়।
- প্রত্যেক ধর্মের মানুষের জন্য পৃথক পৃথক ধর্মগ্রন্থ থাকলেও তার মূলমন্ত্র হলো নৈতিক শিক্ষা, মানবতাবোধ এবং সমতার দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্মগ্রন্থের এ মূল সুর যদি মানুষের অন্তরে স্থায়ী আসন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয় তবে তা পাঠ করা বৃথা। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অভিন্ন নীতিশিক্ষা তথা মানবতার বোধ মানবমনে স্থান করে নিতে ব্যর্থ হলে ধর্মগ্রন্থ পাঠ পণ্ডশ্রম হয়।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মানবহৃদয়ে স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন, সকল ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র মানুষের হৃদয়ে সংকলিত আছে-আর তা হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা ও সমদর্শন। ধর্মশাস্ত্রের সুবচন, নীতিজ্ঞান এবং ধর্মক্ষেত্র সবই মানুষের আত্মার গভীরে বিরাজমান।
- উদ্দীপকেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি বিভেদ সৃষ্টিকারী মানুষকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যে মানবতা, সাম্যবোধ, তীর্থভূমি ও পবিত্র উপাসনালয় রয়েছে তা স্মরণ রাখার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে বিধাতার সৃষ্টি মানুষ আর মানুষের সৃষ্টি ধর্ম এ কথা বলার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যের দিকটিকেই ইজ্জিত করা হয়েছে, যা ‘সাম্যবাদী’ কবিতারও মূলভাষ্য। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মানবহৃদয়ে স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকটি

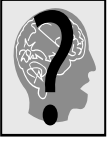
প্রতিফলিত হয়েছে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার পূর্ণচিত্র নয়—মন্তব্যটি সঠিক ও যুক্তিযুক্ত।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত মানবজাতির একত্ব প্রকাশক একটি রচনা। কবি এখানে মানুষ হিসেবে তাঁর পরিচয়ের মূল ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন অভিনু মানবতার বন্ধনে। তাই তিনি সাম্যবাদী। এক্ষেত্রে কবি মানুষকে সর্বাত্মক স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে মানবহৃদয় সকল ঐশ্বর্যের মূল।
- অন্যদিকে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মানুষ সৃষ্টি এবং মানুষ কর্তৃক ধর্ম হওয়ার বিষয়টি আলোচ্য উদ্দীপকের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় এ দুটো দিক ছাড়াও বিশ্বের মানব সম্প্রদায়কে এক ও অভিনু জাতি হিসেবে কল্পনা করে মনুষ্যজাতির একত্বের জয়গান গাওয়া হয়েছে। যে প্রেক্ষাপটে ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটি অভিনু জাতীয়তাবোধের পূর্ণচিত্র তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতার বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যময় অনুসন্ধান উঠে এসেছে। মানবজাতির একত্ব, সাম্য এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্বসহ আরও নানা দিক আলোচিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু স্রষ্টা, মানুষ ও তার অন্তরের ঐশ্বর্যের দিকটিই উঠে এসেছে। অর্থাৎ, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপিত ও খণ্ডিত। কাজেই প্রশ্নেলিখিত মন্তব্যটি যৌক্তিক।

### উদ্দীপক ৪ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

পথিক বলেন, আমার হাতে বেদ, আমি হিন্দু সহযাত্রী কন, আমার হাতে কোরআন, এ যে জ্ঞানসিন্ধু। সজীটি বলেন, আমি মনেপ্রাণে বাইবেলের রক্ষক, অপরজন কন, আমার হাতে মহাপবিত্র গ্রন্থ ত্রিপিটক। সকলের হাতে পৃথক পৃথক ধর্মগ্রন্থগুলো, কে উত্তম, কে মধ্যম, কে অধম বলা?



- |   |   |
|---|---|
| ক. জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী জাতিকে কী বলে?                      | ১ |
| খ. যেখানে সব বাধা-ব্যবধান এক হয়ে গেছে, কবি সেখানে সাম্যের গান গাইতে চান কেন? | ২ |
| গ. ‘সাম্যবাদী’ কবিতা রচয়িতার প্রত্যাশার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য চিহ্নিত কর।   | ৩ |
| ঘ. ‘উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার আর্থশিক রূপায়ণ’ –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।     | ৪ |

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী জাতিকে জৈন বলে।

#### খ অনুধাবন

- বিশ্বব্যাপী এক মানবজাতির চেতনা মনেপ্রাণে পোষণ করেন সব বাধা-ব্যবধান এক হয়ে গেছে, কবি সেখানে সাম্যের গান গাইতে চান।
- সাম্যবাদী কবি হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম, খ্রিস্টান প্রভৃতি জাতিকে আলাদা চোখে দেখতে চান না। বরং গোটা মানবজাতিকে একজাতি হিসেবে কল্পনা করেন। এক্ষেত্রে সব বাধা-ব্যবধানকে তুচ্ছ মনে করেন বলে কবি সাম্যের গান গাইতে চান।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকটিতে নানা ধর্মসম্প্রদায়গত ভেদ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা মাধ্যমে মানুষ জাতির ঐক্যের দিকটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা কবির প্রত্যাশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- সাম্যবাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় এক মানবজাতির অভেদ ধর্মকে কল্পনা করেছেন। এ বিশ্বে বহু বর্ণ, ধর্ম গোত্র ও সম্প্রদায় আছে। নানা ধর্মের মানুষের জন্য আলাদা ধর্মগ্রন্থও আছে। কিন্তু ধর্মগ্রন্থের ভিন্নতা মানুষ জাতিকে ভিন্ন করতে পারে নি।
- উদ্দীপকের মানুষ নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থগুলোকে পবিত্র মনে করে। এগুলোর প্রতি তাদের শ্রদ্ধার কমতি নেই। কুরআন, বেদ, বাইবেল, ত্রিপিটক ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের মূলবাণীগুলো তারা হৃদয়ে ধারণ করেছে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ দ্বারা মানুষকে উত্তম, মধ্যম ও অধম হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। এখানেই ‘সাম্যবাদী’ কবিতা রচয়িতার ধর্মের ভিত্তিতে নয়, মানবতার মহামন্ত্র দ্বারা অভিনু মনুষ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যাশার সাথে উদ্দীপকের মূলকথার সাদৃশ্য চিহ্নিত করা যায়।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

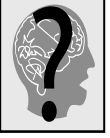
- “উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার আর্থশিক রূপায়ণ” –মন্তব্যটি যথার্থ।
- কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি সকল মানুষের একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। আপন অস্তিত্বে বিশ্বাসী কবি মানবহৃদয়ের ঐশ্বর্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। এক্ষেত্রে কবি তাই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো পুণ্যস্থান দেখেন না।
- উদ্দীপকটিতে শুধু মানুষের ব্যবহৃত ধর্মগ্রন্থ এবং এগুলোকে নিয়ে সৃষ্ট ভেদ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা মাধ্যমে সকল মত ও ধর্মের মানুষের একত্বের দিকটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় এ বিষয় ছাড়াও মানবহৃদয়ের

ঐশ্বর্যের দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

- সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় সকল মানুষের মধ্যে সাম্য তথা একত্বের দিকটি প্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি উঠে এসেছে মানবহৃদয়ের ঐশ্বর্যের পবিত্রতার দিকটি। কিন্তু উদ্দীপকের বক্তব্যে মানুষের একত্বের চেতনা উপস্থিত থাকলেও কবিতায় আলোচিত অন্যান্য দিকগুলো উন্মোচিত হয় নি। তাই ‘উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার আর্থশিক রূপায়ণ’-মন্তব্যটি যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত।

### উদ্দীপক ৫ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

লক্ষ্মীপুর জেলার টুমচর গ্রামে এক বাড়িতে বিয়ে অনুষ্ঠান চলাকালে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। বাড়ির ভেতর থেকে কিছু লোক বের হতে পারলেও অনেকেই আটকা পড়ে। মুজাহিদ নামের এক সাহসী যুবক আগুনের মধ্য দিয়ে অনেককে টেনে বের করে। এক পর্যায়ে সে নিজেই ভেতরে আটকা পড়ে যায়। দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও মুজাহিদের দেহ পুড়ে যায়। নিজের জীবন দিয়ে সে অনেকের প্রাণ রক্ষা করে।



- |   |   |
|---|---|
| ক. আরব দুলাল কে?  | ১ |
| খ. “তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকল দেবতার।”-এ কথা বলা হয়েছে কেন?                 | ২ |
| গ. উদ্দীপকের বক্তব্য ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন দিকটিকে নির্দেশ করে?—ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. “মুজাহিদ ও শাক্যমুনির আত্মত্যাগ যেন একসূত্রে গাঁথা।”—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।  | ৪ |

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- আরব দুলাল হলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)।

#### খ অনুধাবন

- প্রত্যেক মানুষের হৃদয়েই আত্মরূপে পরমাত্মা বা ঈশ্বর বিরাজমান বলে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।
- কবি মানবহৃদয়ের ঐশ্বর্যের প্রতি আস্থাশীল। তাঁর মতে, পৃথিবীর সকল গ্রন্থের পুঞ্জীভূত জ্ঞান মানবহৃদয় হতেই উৎসারিত। মানুষের হৃদয়ে পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ সবকিছুরই অবস্থান। তাই মানবহৃদয়কেই সকল ধর্মের সবচেয়ে বড় উপাসনালয় বলা হয়েছে।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের অপরের কল্যাণে আত্মত্যাগ করার মহৎ প্রচেষ্টা ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় উল্লিখিত শাক্যমুনির জনকল্যাণের জন্য রাজ্য ত্যাগের দিকটিকে নির্দেশ করে।
- নিজের জীবনকে তুচ্ছ ভেবে অপরের প্রাণ রক্ষা করা মহত্ত্বের লক্ষণ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যে মানুষ নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন তিনি মহামানব।
- উদ্দীপকের মুজাহিদ এক পরোপকারী ও সাহসী যুবক। নিজের জীবন উৎসর্গ করে সে অনেক মানুষের প্রাণ রক্ষা করার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় রাজকুমার বুদ্ধদেব মানুষের মজালের জন্য রাজসুখ ত্যাগ করে পরমেশ্বরের ধ্যান করেন। আবার মানুষের দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাদি ও জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করার জন্য শাক্যমুনি রাজপাট পরিত্যাগপূর্বক স্রষ্টার সাধনায় নিজেকে সঁপে দেন। উদ্দীপকের মুজাহিদ মানুষের জীবন রক্ষার্থে নিজের প্রাণ ত্যাগের ঘটনাটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার শাক্যমুনির জনস্বার্থে নিজেকে বলিয়ে দেয়ার দিকটিকে নির্দেশ করে।

#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

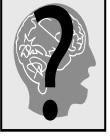
- “মুজাহিদ ও শাক্যমুনির আত্মত্যাগ যেন একসূত্রে গাঁথা।”—উক্তিটি যথার্থ।
- অপরের কল্যাণে নিজেকে বলিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়েই মানবিকতার যথার্থ স্ফূরণ ঘটে। আলোচ্য উদ্দীপকে মুজাহিদের আত্মত্যাগ ও শাক্যমুনির রাজ্যত্যাগের মধ্যে এ পরামর্শই পরিলক্ষিত হয়।
- উদ্দীপকটিতে মুজাহিদ নামে এক পরহিতকারী সাহসী যুবকের কাহিনি প্রকাশ পেয়েছে। নিজ জীবনের মায়া তুচ্ছ করে সে আগুনের মাঝে আটকে পরা লোকজনকে উদ্ধার করেছে। আলোচ্য উদ্দীপকে পরহিতব্রতী সাহসী যুবক মুজাহিদের আত্মবিসর্জন তাই কবিতায় শাক্যমুনির রাজ্যত্যাগের কাহিনিকে নির্দেশ করে।
- রোগ-ব্যাদিগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা বুদ্ধদেবকে ব্যথিত করে। যন্ত্রণাকাতর কষ্ট লাঘবের নিমিত্তে স্রষ্টার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য, বেদনাহত মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য শাক্যমুনির রাজ্য ছাড়ার কথা ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে উদ্দীপকেও স্ত্রীয় জীবনের মায়া ভুলে অপরের কল্যাণে নিজেকে বলিয়ে দেয়ার হতো আত্মত্যাগের ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে মুজাহিদ ও শাক্যমুনির আত্মত্যাগ যেন একসূত্রে গাঁথা। তাই উক্তিটি যথোপযুক্ত।

### উদ্দীপক ৬ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়



পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।



- ক. পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী? ১  
 খ. ‘মগজে হানিছ শূল?’-বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২  
 গ. উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে-ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. “দু’চরণের এ উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার একটি সমার্থক দলিল।”-উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থের নাম আবেস্তা।

#### খ অনুধাবন

- আপন অন্তরে স্রষ্টাকে উপলব্ধি না করে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সৃষ্টিকর্তার রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যর্থ চেষ্টাকে ‘মগজে হানিছ শূল’ বলা হয়েছে।
- মানুষের হৃদয়েই স্রষ্টার অবস্থান। আপন অন্তরে স্রষ্টাকে উপলব্ধি না করে নানা ধর্মগ্রন্থ ঘেটে দেখা পণ্ডশ্রম। তাই শুধু ধর্মশাস্ত্র না পড়ে আপন হৃদয়ে অনুসন্ধান চালানো হলে বিধাতার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। অন্যথায় হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে অবহেলা করে স্রষ্টাকে খুঁজে ফেরা মগজে শূল হানারই নামান্তর।

#### গ প্রয়োগ

- দেবতাকে পেতে পথের প্রান্তে, অর্থাৎ অনন্তের পথে ধাবিত হওয়ার দরকার নেই বরং মানুষের হৃদয়েই তার অবস্থান-উদ্দীপকের এই দিকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় ফুটে উঠেছে।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় মানুষের আপন অন্তরের ঐশ্বর্যকে স্বীকার করা হয়েছে। সেখানে সকল তীর্থ ও ধর্মগ্রন্থের সারাৎসার নিহিত রয়েছে। হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করতে পারলে তীর্থে নিজের ভেতর স্রষ্টার অস্তিত্বের উপলব্ধি হবে।
- উদ্দীপকটিতে মানুষের মাঝে দেবতার অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। অনেকে জগৎ সংসারের মায়া ছিন্ন করে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায় দেবতার নৈকট্য লাভের বাসনায়। এরূপ মানসিকতার লোকেরা ভুলে যায় যে জীবের মাঝেই অবস্থান করেন জগৎপতি। এজন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার প্রয়োজন নেই। ‘সাম্যবাদী’ কবিতায়ও মানব হৃদয়ে বিশ্ব-দেউল বা সকল দেবতার অবস্থান রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। কিছু মানুষ নিজ হৃদয়ের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে পারে না। তাই তারা তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়ায়। ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় প্রকাশিত এ সহজবোধটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

#### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “দু’চরণের এ উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার একটি সমার্থক দলিল।” -উক্তিটি সঠিক।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মূলবক্তব্যে মানুষের হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় মন্দির কিংবা কাবা নেই। মানুষের নিজ প্রাণেই সকল শাস্ত্র-পুঁথি-কেতাবের সন্ধান রয়েছে। এজন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে গিয়ে পণ্ডশ্রম করার প্রয়োজন পড়ে না।
- উদ্দীপকের বর্ণনায় দেবতার সান্নিধ্য লাভের বাসনায় অনেক মানুষ পথের প্রান্তে, অর্থাৎ দূরবর্তী স্থানে অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবতার খোঁজে তীর্থস্থানে যাবার দরকার নেই-কেননা, পথের দুধারে, অর্থাৎ আমাদের চারপাশের মানুষের মাঝেই দেবালয় আছে বলে উদ্দীপকটিতে বলা হয়েছে। ‘সাম্যবাদী’ কবিতার বিষয়বস্তু হলো আপন সত্তায় দেবালয়ের অবস্থান আর উদ্দীপকে দূরের তীর্থ নয় বরং চারপাশের মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার অবস্থানের দিকটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে এক বাক্যে বলা যায়, দুই চরণের এ উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার একটি সমার্থক দলিল। সুতরাং, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি বস্তুনিষ্ঠ।

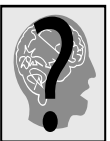
#### উদ্দীপক

৭ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

“শুনহে মানুষ ভাই

সবার ওপরে মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই।”



- ক. বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ‘নজরুল রচনাবলি’ গ্রন্থের সম্পাদক কে? ১  
 খ. “এই হৃদয়ই সে নীলাচল।”-একথা বলার কারণ কী? ২  
 গ. উদ্দীপক ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. “উদ্দীপকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের যে অমৃত সার্থক বাণী প্রকাশ পেয়েছে তা ‘সাম্যবাদী’ কবিতারও মূল উপজীব্য।” মন্তব্যটি-মূল্যায়ন কর। ৪

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- নজরুল রচনাবলি গ্রন্থের সম্পাদক আবদুল কাদির।

### খ অনুধাবন

- মানুষের হৃদয় মহাপবিত্র বলে মানবহৃদয়কে নীলাচল বা জগন্নাথক্ষেত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- বিবেকবান মানুষের হৃদয় মহৎ হয়। মহৎ হৃদয়ের অধিকারী মানুষেরা অপরাপর মানুষের জন্য নিজের অন্তরকে উন্মুক্ত রাখেন। হৃদয়ের জোরে তারা বিশ্বজয়ী হন। এরূপ হৃদয়ই তো সত্যিকার তীর্থক্ষেত্র।

### গ প্রয়োগ

- মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের মধ্য দিয়ে উদ্দীপক ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।
- মানুষ হৃদয়ের ঐশ্বর্যে গরীয়ান। তাই সৃষ্টির অপরাপর কোনো কিছুই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সত্য ও সুন্দর নয়। উদ্দীপকে প্রকাশিত মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, সৌন্দর্য, সত্যবাদিতার এ পরম স্বাভাবিক দিকটিই কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় ফুটে উঠেছে।
- মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে জাগতিক সৎস্কার, পুঁথি, ধর্মগ্রন্থ উপাসনালয় প্রভৃতি কোনো কিছুই অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের মর্যাদা সবার উপরে বিবেচিত। জগতের সবকিছুরই সৃষ্টি মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই কোনো সামাজিক রীতি, ধর্মীয় ভাবধারা, জাগতিক মূল্যবোধ মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদাকর হতে পারে না। ‘সাম্যবাদী’ কবিতা ও উদ্দীপকে এ বক্তব্যের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের যে অমৃত সার্থক বাণী প্রকাশ পেয়েছে তা ‘সাম্যবাদী’ কবিতারও মূল উপজীব্য”-মন্তব্যটি সঠিক।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সাথে মানুষের একত্ব ও সাম্যের দিকটিও ঘোষিত হয়েছে, যা উদ্দীপকেরও মূল উপজীব্য। জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং মানবহৃদয়ের ঐশ্বর্যের এ চিরন্তন ও অভেদ বাণীই ‘সাম্যবাদী’ কবিতা ও উদ্দীপকে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
- মানুষের স্থান সবার উপরে। সৃষ্টির সেরা জীব বলে মানুষ সত্য ও সুন্দরের প্রতীক। বিবেক-বুদ্ধি-আত্মমর্যাদা ও নৈতিকতার কারণে জগতে মানুষের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান। মানুষের সৌন্দর্য ও গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। আলোচ্য উদ্দীপকে ফুটে ওঠা এ অকাট্য ও যৌক্তিক মন্তব্যটিই কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় মানুষের হৃদয়ে সকল ধর্মগ্রন্থ এবং তীর্থের অবস্থানের কথা বলার মধ্য দিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকেই স্বীকার করা হয়েছে। উদ্দীপকে সবার উপরে স্থান দেয়ার মাধ্যমে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকৃত হয়েছে।
- সুতরাং, সার্বিক আলোচনা শেষে বলা যায়, “উদ্দীপকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের যে অমৃত সার্থক বাণী প্রকাশ পেয়েছে তা ‘সাম্যবাদী’ কবিতারও মূল উপজীব্য।” কাজেই মন্তব্যটি সার্থক।

### উদ্দীপক চ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

‘আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে  
দেখতে আমি পাইনি তোমায়  
দেখতে আমি পাইনি।  
বাহির পানে চোখ মেলেছি বাহির পানে  
আমার হৃদয় পানে চাইনি।’



- |   |   |
|---|---|
| ক. কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে লেটো গানের দলে যোগ দেন?  | ১ |
| খ. ঈসা-মুসা কীভাবে সত্যের পরিচয় পেলেন?   | ২ |
| গ. উদ্দীপক ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধর।  | ৩ |
| ঘ. “আমরা আপন অস্তিত্বে বিশ্বাসী নই বলেই স্রষ্টাকে বাহিরে খুঁজে ফিরি”-মন্তব্যটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার আলোকে মূল্যায়ন কর। | ৪ |

### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

### ক জ্ঞান

- কাজী নজরুল ইসলাম বারো বছর বয়সে লেটো গানের দলে যোগ দেন।

### খ অনুধাবন

- অন্তরের অন্তস্থল থেকে ঈশ্বরের ডাক শুনেই ঈসা-মুসা সত্য-সুন্দরের পরিচয় পেয়েছেন।
- ঈসা, অর্থাৎ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পরম পুরুষ যিশু খ্রিস্ট আর মুসা, অর্থাৎ বিখ্যাত নবি হযরত মুসা (আ) হৃদয় মন্দিরে বসেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করেছিলেন। আপন অন্তরে সত্য ও সুন্দরের আহ্বান পেয়েই ঈসা-মুসা সত্যের সন্ধান পান।

মানবহৃদয় সত্য সন্ধানের প্রকৃত ও পরম স্থান, যেখানে বসে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া যায়, যা ঈসা-মুসা পেয়েছেন।

## গ প্রয়োগ

- উদ্দীপক ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য হলো আপন হিয়ার মাঝে লুকিয়ে থাকা পরমাত্মার সন্ধান না জেনে বাহিরে স্রষ্টার অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করা।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে সৃষ্টিকর্তার হাস্যবদনে অবস্থান করার কথা প্রকাশ পেয়েছে। আর মানুষ আপন অন্তরে সেই স্রষ্টার অনুধাবন করতে না পেরে বাহ্যিক জগতে তাঁকে সন্ধান করতে থাকেন।
- উদ্দীপকে হিয়ার মাঝে লুকিয়ে থাকা পরম সাধনার ধন স্রষ্টাকে চিনতে না পেরে বাহির পানে ঘুরে বেড়ানোর কথা বলা হয়েছে। মানুষ আপন হিয়ার মাঝে অবস্থিত বিধাতাকে অনুধাবন করতে প্রায়শই ব্যর্থ হয়। তাই বাইরের কল্পলোকে বিধাতার অবস্থান কল্পনা করে। অথচ আপন অন্তরের ঐশ্বর্যের সন্ধান পায় না। উদ্দীপকের এ ভাবটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘সাম্যবাদী’ কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে। এদিক থেকে উদ্দীপক ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য প্রতীয়মান।

## ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘আমরা আপন অস্তিত্বের বিশ্বাসী নই বলেই স্রষ্টাকে বাহিরে খুঁজে ফিরি’- মন্তব্যটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার আলোকে যথার্থ।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি মানুষের আত্মশক্তি এবং এর সম্ভাবনার দিকটি তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানব হৃদয়ই সকল ঐশ্বর্যের আধার। তাই আপন অস্তিত্বকে অস্বীকার করে স্রষ্টাকে অন্তর্দৃষ্টি বৃথা।
- উদ্দীপকে মানুষের হৃদয়ের গহিনে লুকিয়ে থাকা পরমাত্মার অবস্থান বুঝতে না পেরে বাহির পানে তাকে দর্শনের চেষ্টা করার কথা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ অজ্ঞতাবশত আপন অন্তরে পরম পুরুষকে অনুধাবন করতে প্রায়শই ব্যর্থ হয়। তাই তারা বাইরের জগতে স্রষ্টাকে দর্শনের চেষ্টা করে। অন্তরে পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতার দিকটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় ফুটে ওঠা কবির মনোভাবেরই প্রতিরূপ।
- মানবহৃদয়ে সকল কালের জ্ঞান, সকল ধর্ম এবং সকল যুগাবতারের অবস্থান রয়েছে বলে ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় যে দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ তা আলোচ্য উদ্দীপকের মূলবক্তব্যেরই অনুরূপ। উদ্দীপক এবং ‘সাম্যবাদী’ কবিতা উভয়ক্ষেত্রে অন্তরে অবস্থিত পরম পুরুষকে চিনতে না পেরে বাহির পানে চোখ মেলে খোঁজার কথা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার আলোকে যথার্থ।

## উদ্দীপক ৯ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

“সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে”-গানটিকে লালন ফকির মানুষের জাত-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। জাতকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মনুষ্যধর্মই মূলকথা। ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়। আর মানুষমাত্রই সমান। ছোটলোক-বড়লোক, উচ্চ-নীচ এসব কৃত্রিম ব্যবধান। অজ্ঞতাবশে মানুষ এসব নিয়ে অহংকার করে।



- |   |   |
|---|---|
| ক. ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি কীসের গান গেয়েছেন?                              | ১ |
| খ. “পেটে পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও”-বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।   | ৩ |
| ঘ. “উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার ভাবার্থের দর্পণ।”-মন্তব্যটি যাচাই কর।      | ৪ |

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

## ক জ্ঞান

- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি সাম্যের গান গেয়েছেন।

## খ অনুধাবন

- “পেটে পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও” বলতে কবি পাণ্ডিত্য জাহিরে বা বিভেদ সৃষ্টিতে পুঁথি-কিতাবের আশ্রয় নেয়ার অসারতাকে বুঝিয়েছেন।
- সাম্যবাদী কবির কাছে মনুষ্যধর্মের বিভেদ ও অবমাননার কোনো মূল্য নেই। তাই বিভেদ-বৈষম্য সৃষ্টির অপপ্রয়াসে নানা পুঁথি-কিতাব টানাও তাঁর কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না।

## গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার প্রথম অংশে উচ্চারিত কবির অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজের প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে।
- ধর্মীয় গন্ডিতে আমরা নিজ নিজ ধর্মের অনুসারী হলেও সবার মধ্যে একটা মানবতাবোধ আছে, তাই আমরা মনুষ্যজাতি। যারা বিশ্বমানবতাবাদে বিশ্বাসী তাদের জাতির একটি নাম হচ্ছে মানবজাতি।
- উদ্দীপকের আলোচনায় দেখা যায়, মানবতাবাদী লালন ফকির মানুষের পরিচয় হিসেবে জাতের পরিচয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। তাঁর কাছে মনুষ্যধর্মই মূলকথা। ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়। তিনি আরও মনে করেন, মানুষমাত্রই সমান।

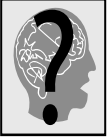
- উদ্দীপকে লালন ফকিরের ভাবনা ও বক্তব্যে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কবির মনুষ্যধর্ম সম্পর্কে চিন্তা ও দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। ‘সাম্যবাদী’ কবিতার প্রারম্ভেই কবি সমতা বা সাম্যের গান গেয়েছেন। তার মানসভূমিতে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের মধ্যকার সব বাধা-ব্যবধান বিলোপ হয়েছে। পার্সি-জৈন, ইহুদি-সাঁওতাল, ভীল-গারোর পরিচয়ে বিভেদ-বৈষম্যও লোপ পেয়েছে। সেখানে আজ মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্বের পরিচয়ই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার ভাবার্থের দর্পণ।”—মন্তব্যটি যথার্থ।
- পৃথিবীতে নানান সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। ধর্মীয় গণ্ডিতে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মের অনুসারী হলেও সবার মধ্যে একটা অভিন্ন মানবতাবোধ রয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যে আমরা একই উপাদানে গঠিত। আমরা একই পৃথিবীতে, একই আকাশের নিচে, একই মাটির আঙিনায়, একই চন্দ্র-সূর্যের আলোয় বাঁচি।
- উদ্দীপকে লালন ফকিরের মতে, মনুষ্যধর্মই মূলকথা। ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়। আর মানুষমাত্রই সমান। একমাত্র অজ্ঞতাবশেই মানুষ ছোট-বড়, জাত-পাত নিয়ে বড়াই করে। উদ্দীপকের এ বক্তব্যকে মনে হয় ‘সাম্যবাদী’ কবিতার ভাবার্থের দর্পণ। কেননা, ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্বের জয়গানে, মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় উচ্চকিত। ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি সাম্যের গান গেয়েছেন। যে সমতাবিধানে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, পার্সি-জৈন, শিখ-ইহুদি হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয়টা বড় হয়ে উঠেছে।
- কবি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের প্রবর্তক পুরুষদের কীর্তি মহিমা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা কোথাও নেই। ‘সাম্যবাদী’ কবিতার এসব ভাবার্থ প্রদত্ত উদ্দীপক দর্পণের মতো ধারণ করেছে।

### উদ্দীপক ১০ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জগৎসংসারে সবাই সবার আপনজন, এক আদম-হাওয়ার সন্তান। সম্প্রদায় করলে দেখা যাবে কোনো না কোনোভাবে একে অপরের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। এই আত্মীয়তার বন্ধন যে-আঁচলে বাঁধা সে আঁচলের খোঁজ পেলেই আসবে মুক্তি। বিধাতার সে আঁচল কোনো মৃত-পুঁথি-কঙ্কালের স্তূপ নয়, এটি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালের দেবালয়।



- |  |   |
|--|---|
| ক. ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবির মতে আমাদের হৃদয় কী?   | ১ |
| খ. পথে তাজা ফুল ফোটে কেন?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন দিকটিতে ইঙ্গিত করে? নির্ণয় কর।                            | ৩ |
| ঘ. “উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার এক বিশেষ দিককে প্রতিকার করেছে মাত্র।”—মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। | ৪ |

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবির মতে আমাদের হৃদয় সকলের দেবতার বিশ্ব-দেউল।

#### খ অনুধাবন

- ধর্ম-সম্প্রদায় নিয়ে বিভেদ ও কলহের জেরে পথে তাজা ফুল ফোটে, অর্থাৎ বুকের লাল রক্তে রঞ্জিত হয়।
- মানুষে মানুষে সমতা ও একতা প্রতিষ্ঠার লোক যেমন সমাজে আছে, তেমনি বিভেদ-বৈষম্য সৃষ্টির লোকেরও অভাব নেই। সমাজের এ বিভেদ সৃষ্টিকারী লোকেরা মানুষকে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, পার্সি-জৈন-ইহুদি-সাঁওতাল, ভীল, গারো-এমনই নানা শ্রেণি-সম্প্রদায়ে বিভক্ত করার অপপ্রয়াস চালায়। এর ফলে দোকানে এসব বিতর্কিত বিষয়ে দরকষাকষি চলে আর রাস্তায় বুকের রক্তে তাজা ফুল ফোটে।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মানুষের অন্তরাআর তথা মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়-যেখানে স্বয়ং স্রষ্টার অধিষ্ঠান, তাকেই ইঙ্গিত করে।
- স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাই সবার উপরে মানুষের মর্যাদা স্বীকার করতে হয়। মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বিবেচনা করে তার গুরুত্ব অনুধাবন করা দরকার। প্রাণিকুলের মধ্যে অন্তরধর্ম বা অন্তরাআর কারণে মানুষের স্থান সবার উপরে।
- উদ্দীপকে বলা হয়েছে, জগৎসংসারে সবাই সবার আপনজন। এ আত্মীয়তার বন্ধন যে আঁচলে বাঁধা, সেই আঁচলের খোঁজ পেলেই আসবে মুক্তি। উদ্দীপকের এ কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথ সম্পর্কে ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় বলা হয়েছে, মানুষের মাঝেই সকল ধর্মগ্রন্থের সারকথা এবং অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকালের জ্ঞান সঞ্চিত রয়েছে। সেটাকে পেতে হলে নিজের প্রাণ, অর্থাৎ অন্তরাআর উপলব্ধিকে খুঁজে পেতে হবে। নানা ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি, সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানুষকে এক অভেদ মানুষরূপে

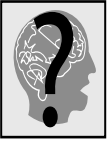
গড়ে তুলতে কবি সকল মানুষকে সমানরূপে দেখার কথা বলেছেন। প্রদত্ত উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার এ দিকটিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার একটি বিশেষ দিক, অর্থাৎ মানবের অন্তরাত্ম বা মানবাত্মা অনুসন্ধানের দিকটিকে প্রতিকার করেছে মাত্র।”— মন্তব্যটি যথার্থ।
- মানুষ হিসেবে মানুষের উচিত সব বিভেদ ভুলে যাওয়া এবং পৃথিবীকে সকলের জন্য এক ও অভিন্ন পৃথিবী হিসেবে গড়ে তোলা। আর সবার উপরে সবার মনুষ্যত্বকে মূল্যায়ন করা।
- উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, জগৎসংসারে সবাই সবার আপনজন এ সত্যটি উচ্চারণ করা হয়েছে। সেই সাথে এক মানুষ যে অপর মানুষের আত্মীয়তার এক আঁচলে বাঁধা এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিধাতার সেই আঁচল যেকোনো মৃত-পুঁথি কঙ্কালের সত্ব নয়, এটি যে অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালের দেবালয়—এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। উদ্দীপকের এ বক্তব্য বিষয় ‘সাম্যবাদী’ কবিতার শুরুতে “গাহি সাম্যের গান—সেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা—ব্যবধান” পঙ্কতিদ্বয়ের উচ্চারণের সাথে সাথে “কেন খুঁজে ফের দেবতা—ঠাকুর মৃত-পুঁথি—কঙ্কালে? হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!” পঙ্কতিদ্বয়ে পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ পঙ্কতিগুলো ‘সাম্যবাদী’ কবিতার এক বিশেষ দিক মাত্র।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়াও জগতের নানা ধর্ম—জাতি—গোষ্ঠী—সম্প্রদায় ও তাদের প্রবর্তক পুরুষ এবং গ্রন্থসমূহের পরিচয় ও নির্ধারিত আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে মানবাত্মার পরিচয় ও তার শ্রেষ্ঠত্বের। মানুষের বিভেদ—বৈষম্য দূরীকরণে প্রবর্তক পুরুষগণের মানবিক আচরণ ও শিক্ষা ফুটে উঠেছে। এছাড়া মানবের অন্তরাত্মায় স্রষ্টার বাস দেখিয়ে সবকিছুর উপরে মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়কে বড় করে তোলা হয়েছে, যা প্রদত্ত উদ্দীপকে অনুপস্থিত। অতএব, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### উদ্দীপক ১১ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রতিটি মানুষের মনের মন্দিরে বসবাস করেন মহান সৃষ্টিকর্তা। যেখানে সৃষ্টিকর্তার আবাস, তার থেকে উপযুক্ত পবিত্র কোনো উপাসনালয় থাকতে পারে না। মনের মন্দিরেই স্রষ্টার প্রতি আরাধনা হয় নিগূঢ়ভাবে। তাই জাগতিক যত মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা থাকুক না কেন, হৃদয়ের স্থান সবচেয়ে উর্ধ্বে।



- |   |   |
|---|---|
| ক. শাক্যমুনি কে?  | ১ |
| খ. ‘বাঁশির কিশোর’ বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকটিতে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার যে বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. “উদ্দীপক ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতা উভয়ের মূলসূর এক ও অভিন্ন।”—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।        | ৪ |

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

#### ক জ্ঞান

- শাক্যমুনি হলেন বৌদ্ধধর্ম দর্শনের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ।

#### খ অনুধাবন

- ‘বাঁশির কিশোর’ বলতে কবি সত্য, ন্যায় ও প্রেমের যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিয়েছেন।
- হিন্দু ধর্মানুসারে বাল্যকালে মথুরার বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর শৈশব—কৈশোর কাটান, তখন বাঁশি বাজানো ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় বিনোদন। শ্রীকৃষ্ণের এ বাঁশি বাজানো ও বাঁশিপ্ৰীতিকে উপলক্ষ করে বৈষ্ণব সাহিত্যের এক বিশাল ভান্ডার সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুরে মানুষ তো বটেই, পশু—পাখি পর্যন্ত বিমোহিত ও প্রেমরসে আত্মগোপন হয়ে উঠত। এই শ্রীকৃষ্ণকেই কবি ‘বাঁশির কিশোর’ বলেছেন।

#### গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকটিতে ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় বর্ণিত জাত—পাত—ধর্ম—বর্ণ ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত বাইরের মানুষের চেয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলের নিভৃত কোণে বাস করা মানবিক হৃদয়সম্পন্ন মানুষের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বিবেক—বিবেচনা ও বুদ্ধি সহকারে অন্যান্য জীব থেকে আলাদারূপে সৃষ্টি করেছেন। সেজন্য মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। পাপ—পুণ্য, ভালো—মন্দ, ন্যায়—অন্যায় এটা মানুষের মনই নির্ধারণ করে।
- উদ্দীপকে বলা হয়েছে, প্রতিটি মানুষের মনের মন্দিরে বসবাস করেন মহান সৃষ্টিকর্তা। যেখানে সৃষ্টিকর্তার আবাস, তার থেকে উপযুক্ত পবিত্র কোনো উপাসনালয় থাকতে পারে না। মনের মন্দিরেই স্রষ্টার প্রতি আরাধনা হয় নিগূঢ়ভাবে। তাই জাগতিক যত মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা থাকুক না কেন হৃদয়ের স্থান সবার উপরে। উদ্দীপকের এ বক্তব্য

‘সাম্যবাদী’ কবিতার মাঝের ও শেষের দিকের কয়েকটি পঙ্ক্তির প্রতি গুরুত্বারোপ করে, যেখানে মানুষের হৃদয়-মনকে সকলের দেবতার বিশ্ব-দেউল বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, “এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।” ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মানবের অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধতার প্রতি, আন্তরিকতার প্রতি যে আবেগ, তার প্রতিই প্রদত্ত উদ্দীপকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

### ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপক ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতা উভয়ের মূলসূর এক ও অভিন্ন।” প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ নয়।
- মানুষ মন্দির অথবা মসজিদে যায় সৃষ্টির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। কিন্তু মন যদি অপবিত্র থাকে তাহলে কঠোর আরাধনা বা প্রার্থনা করেও সৃষ্টির সান্নিধ্য লাভ করা যায় না। এজন্য সর্বপ্রথম দরকার মনের পবিত্রতা, যার দ্বারা সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব।
- উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মানুষের হৃদয়ই হচ্ছে সমস্ত উপাসনালয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। কেননা, প্রতিটি মানুষের মনের মন্দিরে বসবাস করেন মহান সৃষ্টিকর্তা। যেখানে সৃষ্টিকর্তার আবাস, তার থেকে পবিত্র কোনো উপাসনালয় থাকতে পারে না। উদ্দীপকের এ বক্তব্যের সাথে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মধ্যমাংশ ও শেষাংশের দিকের দু-একটি পঙ্ক্তির মিল রয়েছে। যেখানে মানুষের মানবাত্মাপূর্ণ হৃদয়-মনকে সকলের দেবতার বিশ্ব-দেউল বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে-“এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।” কিন্তু এ রকম দু-একটি পঙ্ক্তিই ‘সাম্যবাদী’ কবিতার পরিপূর্ণ অবয়ব বা মূলসূর নয়।
- ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় মূলত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানবসমাজের ঐক্য, সমতা এবং এর প্রয়োজনে নিজ সত্তার অনুসন্ধান ও আবিষ্কারকে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মহান প্রবর্তকগণের মহান শিক্ষা, কীর্তি ও সাধনার কথা। প্রদত্ত উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার এসব বিষয় আসে নি। যে কারণে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা চলে না।

## সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

### A b k x j b x i e u v b e p v b প্রশ্নোত্তর

১. ‘জেন্দা’ একটি—  
ক গ্রন্থ      গ জাতি      গ ব্যক্তি      ঘ ভাষা
২. মৃত পুঁথি-কঙ্কাল কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?  
ক পুরনো বই পুস্তক      গ মানুষের কঙ্কাল  
গ অতীত ইতিহাস      ঘ পুরনো ধ্যান-ধারণা  
নিচের কবিতাংশটি পড়ে ও সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :  
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে  
যবে মিলি পরস্পরে  
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন  
আমাদের কুঁড়েঘরে।
৩. উদ্দীপকে “সাম্যবাদী” কবিতার যে দিকটি উচ্চারিত হয়েছে তা হলো—  
i. সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বাণী ii. অসাম্প্রদায়িকতার বাণী  
iii. পারস্পরিক ভালোবাসার বাণী  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii      গ ii ও iii      গ i ও iii      ঘ i, ii ও iii
৪. কাজী নজরুল ইসলামকে সাম্যবাদী কবি বলা হয়, কারণ তিনি—  
i. নারী-পুরুষের সমতা চেয়েছেন  
ii. ধনী-গরিবের ক্ষমতা চেয়েছেন  
iii. ধর্মীয় বিভেদ ভুলে যেতে বলেছেন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii      গ ii ও iii      গ i ও iii      ঘ i, ii ও iii

### মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

#### ক কবি পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

৫. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?  
ক ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে      ঘ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে  
গ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে      ঘ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে
৬. কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে বাবাকে হারান?  
ক ৫ বছর বয়সে      ঘ ৬ বছর বয়সে  
গ ৭ বছর বয়সে      ঘ ৮ বছর বয়সে
৭. কখন থেকে নজরুল সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠেন?  
ক বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের পর  
গ শিক্ষকতা শুরুর পর  
গ জাতীয় কবি হবার পর  
ঘ লেটোর দলে যোগ দেয়ার পর
৮. ‘বিদ্রোহী’ কবিতা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?  
ক সাপ্তাহিক অগ্নি      ঘ সাপ্তাহিক কাব্যমঞ্জল  
গ সাপ্তাহিক বিজলী      ঘ সাপ্তাহিক দিনকাল
৯. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় কখন?  
ক ১৯১১ সালে      ঘ ১৯১৪ সালে  
গ ১৯১৬ সালে      ঘ ১৯১৭ সালে
১০. ১৯২০ সালে বাঙালি পক্টন ভেঙে দিলে নজরুল কোথায় আসেন?  
ক কলকাতায়      গ ঢাকায়      গ করাচিতে      ঘ চট্টগ্রামে
১১. ১৯৬০ সালে নজরুল কোন সম্মাননায় ভূষিত হন?

- ক জগদ্বারিণী খ পদ্মভূষণ গ নোবেল ঘ বিদ্রোহী
১২. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশের পর নজরুল কোন নামে পরিচিতি লাভ করেন?
- ক জাতীয় কবি খ দেশদ্রোহী কবি  
গ বিদ্রোহী কবি ঘ সৃষ্টিশীল কবি
১৩. বাঙালি পল্টনে নজরুল কী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন?
- ক সৈনিক খ হাবিলদার গ দফাদার ঘ সেনাপতি
১৪. নজরুল এক বছর কোথায় শিক্ষকতা করেন?
- ক গ্রামের স্কুলে খ গ্রামের মক্তবে  
গ শহরের স্কুলে ঘ শহরের মক্তবে
১৫. নজরুল কলকাতায় এসে কী করেন?
- ক বাঙালি পল্টনে যোগ দেন খ মক্তবে শিক্ষকতা করেন  
গ লেটোর দলে যোগ দেন ঘ সাহিত্যচর্চায় মন দেন
১৬. কাজী নজরুল ইসলাম বারো বছর বয়সে কোথায় যোগ দেন?
- ক বাংলাদেশ সরকার খ লেটো গানের দল  
গ ভারত সরকার ঘ মাজারের খাদেম
১৭. কাজী নজরুল ইসলাম বারো বছর বয়সে কোথায় যোগ দেন?
- ক বাঙালি পল্টনে খ রুটির দোকানে  
গ লেটো গানের দলে ঘ মাজারের খাদেমে
১৮. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'সর্বহারা' কী ধরনের রচনা?
- ক কাব্য খ উপন্যাস গ নাটক ঘ কাব্যনাটক
১৯. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্যগ্রন্থ?
- ক সম্প্রদায় খ ব্যথার দান  
গ রিক্তের বেদন ঘ বাঁধনহারা
২০. কত খ্রিস্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দেন?
- ক ১৯১৪ সালে খ ১৯১৭ সালে  
গ ১৯৪২ সালে ঘ ১৯৭৬ সালে
২১. 'চক্রবাক' কাব্যটি কে লিখেছেন?
- ক কাজী মোতাহের হোসেন খ কাজী নজরুল ইসলাম  
গ কাজী আবদুল ওদুদ ঘ কাজী শামসুল হোসাইন
২২. কবি লেটো গানের দলের জন্য কী রচনা করেন?
- ক কবিতা খ পালাগান গ নাটক ঘ উপন্যাস

### খ মূল পাঠ : (বোর্ড বই থেকে)

২৩. এই কবিতায় বসে কে কোরানের সাম্য-গান গেয়েছেন?
- ক মুসা খ আরব-দুলাল গ নগর  
দুলাল ঘ বশিষ্ঠ
২৪. কোন মুনি রাজ্য ত্যাগ করলেন?
- ক বশিষ্ঠ খ শাক্যমুনি গ গৌতম ঘ শ্রীকৃষ্ণ
২৫. ত্রিপিটক কাদের ধর্মগ্রন্থ?
- ক খ্রিস্টানদের খ হিন্দুদের গ বৌদ্ধদের  
ঘ মুসলমানের
২৬. এই মাঠে বসে কারা খোদার মিতা হলেন?
- ক নবিরী খ মানুষ গ সকল জীব ঘ ধর্মগ্রন্থ

২৭. চার্বাক মুনি কী ছিলেন?
- ক ধর্মভীরু খ দার্শনিক গ নাস্তিক ঘ আস্তিক
২৮. বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষকে কী বলা হয়?
- ক যুগাবতার খ অবতার গ মহাবতার ঘ ভিন্ণাবতার
২৯. মহাবীর প্রতিষ্ঠিত জাতি কোনটি?
- ক আর্য খ ফরাসি গ বৌদ্ধ ঘ জৈন
৩০. কোথায় বসে বাঁশির কিশোর মহাগীতা গাইলেন?
- ক পথে বসে খ মাঠে বসে গ রণভূমে ঘ মন্দিরে
৩১. কে মহাগীতা গাইলেন?
- ক বাঁশির কিশোর খ রাখাল বালক  
গ রামচন্দ্র ঘ বুদ্ধদেব
৩২. সাম্যের গান বলতে কী গান বোঝানো হয়েছে?
- ক বিদ্রোহের খ সমতার গ আত্মত্বের ঘ বন্ধুত্বের
৩৩. সাঁওতাল, ভীল, গারোদের কী বলা হয়?
- ক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী খ অস্পৃশ্য  
গ ছোট জাত ঘ উচ্চবর্ণের
৩৪. যুগাবতার বলতে কী বোঝ?
- ক বিভিন্ন যুগ খ একটিমাত্র যুগের মনীষী  
গ বিভিন্ন যুগের মনীষীগণ ঘ যুগের মানুষ
৩৫. বাইবেল-ত্রিপিটক-জেন্দাবেস্তা-এসবকে কী বলা হয়?
- ক পুস্তক খ ধর্মগ্রন্থ গ পুথি ঘ কেতাব
৩৬. কোরানের সাম্য-গান বলতে কী বোঝ?
- ক কোরানের সাম্যের বাণী খ কোরানের গান  
গ কোরানের অনুভূতির গান ঘ কোনোটিই নয়
৩৭. আরব-দুলাল বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
- ক হযরত মুহম্মদ (স.)-কে খ আদম (আ.)-কে  
গ ঈসাকে ঘ মুসাকে
৩৮. শাক্যমুনি রাজ্য ত্যাগ করলেন কেন?
- ক বিতৃষ্ণায় খ অনুরাগে  
গ বেদনার ডাক শূনে ঘ মহাকালের ডাক শূনে
৩৯. কোথায় বসে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান এক হয়ে গেছে?
- ক বাংলাদেশে খ ভারতবর্ষে  
গ সাম্যের স্থানে ঘ গানের জগতে
৪০. ঈসা, মুসা কোথায় বসে সত্যের পরিচয় পেলেন?
- ক হৃদয়ে খ মরুভূমিতে গ মক্কায় ঘ মদিনায়
৪১. কোথায় এসে সকল রাজমুকুট লুটিয়ে পড়ে?
- ক হৃদয়ে খ রাজ্যে গ শাসনে ঘ কবরে
৪২. নীলাচলের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
- ক জগন্নাথ খ জগন্নাথক্ষেত্র গ মথুরাক্ষেত্র  
ঘ কৃদাবনক্ষেত্র
৪৩. পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
- ক বেদ খ বাইবেল গ আবেস্তা ঘ ত্রিপিটক
৪৪. বাঁশির কিশোর কে?
- ক ঈসা খ শ্রীকৃষ্ণ গ বুদ্ধ ঘ মুসা
৪৫. মানবের মহা-বেদনার ডাক শূনে কে রাজ্য ত্যাগ করেন?
- ক আরব-দুলাল খ শাক্যমুনি

৬৪. কীসের চেয়ে বড় মন্দির-কাবা নাই?  
ক মগজের গ মথুরার গ কেতাবের ঘ হৃদয়ের
৪৭. 'হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!'-কেন?  
ক দেবতা বিশ্ব-দেউলে রয়েছেন বলে  
ঘ মানুষ পুঁথির কঙ্কালে দেবতার সম্মান করছে বলে  
গ মহা-বেদনার ডাক শুনেছেন বলে  
ঘ ঈসা-মুসা সত্যের পরিচয় পেয়েছেন বলে
৪৮. কে অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে হাসেন?  
ক ঈসা-মুসা গ আরব দুলাল  
ঘ দেবতা-ঠাকুর ঘ শাক্যমুনি
৪৯. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কোথায় তাজা ফুল ফোটে?  
ক ঘাটে গ মাঠে গ পথে ঘ কাদায়
৫০. নিজ প্রাণ খুলে দেখলে কী পাওয়া যাবে?  
ক সকল যুগাবতার গ সকল শাস্ত্র  
গ সকল দেবতা ঘ পুঁথি-কঙ্কাল
৫১. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কোথায় শূল হানছে?  
ক অন্তরে গ হিয়ায় গ মগজে ঘ পিঠে
৫২. কাকে মৃত কঙ্কালের সাথে তুলনা করা হয়েছে?  
ক পুঁথিকে গ অন্তরকে গ দেবতাকে ঘ মন্দিরকে
৫৩. ইরানের নাগরিক কারা?  
ক জৈনরা ঘ পার্সিরা গ ভীলরা ঘ গারোরা
৫৪. 'সাম্যবাদী' কবিতায় শুধু ধর্মগ্রন্থ পড়াকে কী বলা হয়েছে?  
ক উপাসনা গ পবিত্রতা গ পণ্ডশ্রম ঘ সুকাজ
৫৫. জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী জাতি কারা?  
ক জৈনরা গ পার্সিরা গ ভীলরা ঘ গারোরা
৫৬. পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ভাষা কোনটি?  
ক কনফুসিয়াস গ ফারসি ঘ জেন্দা  
ঘ আবেস্তা
৫৭. 'বায়তুল মোকাদ্দাস' কোথায় অবস্থিত?  
ক জেরুজালেম গ নীলাচলে  
গ বৃন্দাবনে ঘ মদিনায়
৫৮. 'জেরুজালেম' কোথায় অবস্থিত?  
ক ইরানে গ ফিলিস্তিনে  
গ সৌদি আরবে ঘ ইসরায়েলে
৫৯. যেখানে সব বাধা-ব্যবধান এক হয়ে গেছে সেখানে কবি কীসের গান গাইতে চান?  
ক সাম্যের গ ধর্মের গ অন্তরের ঘ শাস্ত্রের
৬০. সকল দেবতার বিশ্ব-দেউল কোনটি?  
ক মন্দির ঘ হৃদয় গ কাবা ঘ ধর্ম
৬১. কে মহাগীতা গাইলেন?  
ক শ্রীকৃষ্ণ গ ঈসা-মুসা গ আরব-দুলাল ঘ শাক্যমুনি
৬২. 'আবেস্তা' কাদের ধর্মগ্রন্থ?  
ক প্রাচীন হিব্রু জাতীর গ সাঁওতালদের  
ঘ পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ঘ ইরানের নাগরিকদের

৬৩. নবীগণ কার মিতা?  
ক আলাহর গ সত্যের গ বর্ণের ঘ কর্মের
৬৪. 'ত্রিপিটক' কাদের ধর্মগ্রন্থ?  
ক বৌদ্ধদের গ খ্রিষ্টানদের গ হিন্দুদের ঘ মুসলিমদের
৬৫. 'বাইবেল' কাদের পবিত্র গ্রন্থ?  
ক বৌদ্ধদের গ খ্রিষ্টানদের গ হিন্দুদের ঘ মুসলিমদের
৬৬. মেঘের রাখাল নবীগণ আল্লাহর মিতা হলো কোথায়?  
ক হৃদয় মাঠে গ মন্দিরে গ কল্পনাতে ঘ কন্দরে
৬৭. এই হৃদয়ের ধ্যান গুহা মাঝে বসে কে সাধনা করেন?  
ক শাক্যমুনি গ চার্বাক গ যিশু-খ্রিস্ট ঘ আরব-দুলাল
৬৮. কাজী নজরুল ইসলাম হিয়াকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?  
ক কঙ্কালের ঘ অমৃতের গ মগজের ঘ শূলের
৬৯. শাক্যমুনি রাজ্য ত্যাগ করেন কেন?  
ক মানুষের বেদনা লাঘবে গ স্রষ্টার সমকক্ষতা অর্জনে  
গ রাজ্যসুখ অসহ্য বলে ঘ উচ্চাভিলাষী ছিলেন বলে
৭০. পুঁথি-কেতাব পাঠ পণ্ডশ্রম কেন?  
ক পুঁথি কেতাবের বাণী মর্মে ধারণ না করায়  
গ পুঁথি কেনার জাত-পাতকে গুরুত্ব দেওয়ায়  
গ সাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস স্থাপনে  
ঘ সাম্যবাদী মানসিকতা পোষণ করায়
৭১. বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষদের কী বলা হয়?  
ক যুগাবতার গ বিশ্ব-দেউল গ মহাপুরুষ ঘ শাক্যমুনি
৭২. 'সাম্যবাদী' কবিতায় হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কী নামে সম্বোধন করা হয়েছে?  
ক দ্বীনের নবী ঘ আরব দুলাল  
গ ইসলাম প্রতিষ্ঠাতা ঘ শ্রেষ্ঠ নবী
৭৩. বিশ্ব-মুসলিমের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র কোনটি?  
ক মসজিদ ঘ কাবা-ভবন  
গ জেরুজালেম ঘ বায়তুল মোকাদ্দাস
৭৪. সকল শাস্ত্র খুঁজে দেখার জন্য কবি মানুষকে কী বলে সম্বোধন করেছেন?  
ক দেবতা গ ঠাকুর গ সখা ঘ ওহী
৭৫. কার মুখনিঃসৃত বাণীই শ্রীমদভগবদগীতা?  
ক শাক্যমুনির ঘ শ্রীকৃষ্ণের গ ঈসার ঘ মুসার
৭৬. কনফুসিয়াস কে?  
ক চীনা বৈজ্ঞানিক ঘ চীনা দার্শনিক  
গ চীনা চিকিৎসক ঘ চীনা ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা
৭৭. মৃত পুঁথি-কঙ্কাল কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?  
ক পুরনো বই পুস্তক গ মানুষের কঙ্কাল  
গ অতীত ইতিহাস ঘ পুরনো ধ্যান-ধারণা

গ শব্দার্থ ও টীকা : (বোর্ড বই থেকে)



৭৮. 'সাম্য' শব্দের অর্থ কী?  
ক শালিনতা খ প্রয়োগ গ সমতা ঘ স্বাধীনতা
৭৯. 'বাকশক্তি' অর্থ কী?  
ক কথা বলার ক্ষমতা খ চলাচল করার দক্ষতা  
গ বাক্য হবার শক্তি ঘ স্থবিরতা
৮০. 'মন্দির' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?  
ক দেউল খ মন গ হৃদয় ঘ গীর্জা
৮১. 'চার্বাক' কীসের প্রতীক?  
ক নাস্তিকতার খ বিশৃঙ্খলার গ ত্যাগের ঘ অমৃত হিয়ার
৮২. 'ঝুট' অর্থ কী?  
ক সত্য খ মিথ্যা গ বাঁশি ঘ শূল
৮৩. 'পণ্ডশ্রম' অর্থ কী?  
ক বিফল পরিশ্রম খ সঠিক শ্রম  
গ ভুল চেষ্টা ঘ সফল পরিশ্রম
৮৪. 'কন্দরে' শব্দের অর্থ কী?  
ক ঘন জঙ্গল খ বৃক্ষ প্রান্তর  
গ পর্বতের গুহা ঘ গাছের শেকড়
৮৫. মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী জাতি কোনটি?  
ক পার্সি খ জৈন গ গারো ঘ সাঁওতাল
৮৬. 'আবেস্তা' কী?  
ক পারস্যের অগ্নি-উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ  
খ পারস্যের অগ্নি-উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ  
গ পারস্যের অগ্নি-উপাসকদের ভাষা  
ঘ পারস্যের অগ্নি-উপাসকদের উপাসনালয়
৮৭. 'জেন্দা' শব্দটি দিয়ে কী বোঝায়?  
ক গ্রন্থ খ জাতি গ ব্যক্তি ঘ ভাষা

### ঘ পাঠ পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

৮৮. আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলি'র কোন খণ্ড থেকে 'সাম্যবাদী' কবিতাটি সংকলিত?  
ক প্রথম খ দ্বিতীয় গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ
৮৯. 'সাম্যবাদী' কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়?  
ক ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে গ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে  
গ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে
৯০. আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলি' গ্রন্থ কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?  
ক বিশ্বভারতী খ নজরুল গবেষণা ইন্সটিটিউট  
গ বাংলা একাডেমি ঘ নজরুল একাডেমি
৯১. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি 'ঝুট' বলেননি কেন?  
ক হৃদয়ে বিধাতা আছেন তা মিথ্যে নয় বলে  
খ মন্দিরে দেবতা আছে একথা সত্য তাই  
গ উপাসনালয় সাধনায় প্রকৃত স্থান বলে  
ঘ হৃদয় মন্দিরই প্রকৃত তীর্থক্ষেত্র নয় বলে
৯২. 'সাম্যবাদী' কবিতাটি নজরুল এর কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?

- ক অগ্নিবীণা খ বিষের বাঁশি গ সাম্যবাদী ঘ চক্রবাক
৯৩. 'মগজে হানিছ শূল কেন?'  
ক ধর্মগ্রন্থ হৃদয়াজম করতে ব্যর্থ হওয়ায়  
খ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র হৃদয়ে বজ্রন করায়  
গ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করায়  
ঘ কেতাবে মনোযোগী না হওয়ায়

### ঙ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর :

৯৪. কবি নজরুল কর্তৃক সম্পাদিত পত্রিকা হলো—  
i. নবযুগ  
ii. ধূমকেতু  
iii. সবুজপত্র  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
৯৫. কাজী নজরুল ইসলাম হলেন—  
i. বিদ্রোহী কবি ii. জাতীয় কবি  
iii. আধুনিক কবি  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
৯৬. ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম জাতি হলো—  
i. সাঁওতালরা ii. ভীলরা  
iii. জৈনরা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
৯৭. পুঁথি-কেতাব পড়া পণ্ডশ্রম, কারণ হলো—  
i. মানুষের হৃদয়ই বড় পুঁথি-কেতাব  
ii. পুঁথি-কেতাব মৃত-কঙ্কালস্বরূপ  
iii. পুঁথি-কেতাব মগজে শূল হানে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
৯৮. 'সাম্যবাদী' কবিতার মর্মার্থ ফুটে উঠেছে যে চরণে, তা হলো—  
i. যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিস্টান  
ii. জেন্দাবেস্তা গ্রন্থ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ  
iii. এ মাঠে হলো মেঘের রাখাল নবীরা খোদার মিতা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
৯৯. সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভের ক্ষেত্রে প্রধান্য দেয়া উচিত—  
i. মানবতার বন্ধন ও মানবপ্রেমকে  
ii. হৃদয় মন্দির-কাব্য বিশ্বাসকে  
iii. সমদর্শিতার মানসিকতাকে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
১০০. উপাসনালয়ের প্রকৃত অবস্থান হলো—  
i. বিশ্বের নানা স্থানে ii. হৃদয়ের অভ্যন্তরে  
iii. হিয়ার অন্তরালে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০১. কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'সাম্যের গান' গাইতে চান যে কারণে—  
i. পৃথিবীব্যাপী এক মানুষ জাতি থাকায়  
ii. সব বাধা-ব্যবধান দূর হয়ে যাওয়ায়  
iii. সকল ধর্মের মানুষ সহাবস্থানে আছে বলে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১০২. 'বায়তুল মোকাদ্দস' হলো—  
i. মুসলমানদের পবিত্র স্থান ii. খ্রিস্টানদের ধর্মস্থান  
iii. ইহুদিদের পুণ্যস্থান  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১০৩. বাঁশির কিশোর হলেন—  
i. শ্রীকৃষ্ণ ii. হিন্দুদের অবতার  
iii. যার মুখনিঃসৃত বাণীই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১০৪. আরব-দুলাল হলেন—  
i. হযরত মুহাম্মদ (স) ii. ইসলামের শেষ নবি  
iii. যার মাধ্যমে কোরান নাযেল হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১০৫. 'সাম্যবাদী' কবিতা অনুসারে হৃদয়ই হলো—  
i. মক্কা ii. কাশী iii. বৃন্দাবন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১০৬. শাক্যমুনি হলেন—  
i. বুদ্ধদেব ii. শাকবংশে জন্ম যার  
iii. রাজ্যত্যাগী মানব  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১০৭. 'বিশ্ব-দেউল' অর্থ হলো—  
i. মন্দির ii. অবতীর্ণ মহাপুরুষ  
iii. পৃথিবীর দেবালয়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১০৮. 'কেতাব' শব্দের অর্থ হলো—  
i. বই ii. পুস্তক iii. গ্রন্থ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১০৯. 'সাম্য' অর্থ হলো—  
i. সহমর্মিতা ii. সমতা iii. সাদৃশ্য  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১১০. 'চার্বাক হলেন'—  
i. নাস্তিক দার্শনিক ও মুনি

- ii. বেদ, আত্মা, পরলোকে অবিশ্বাসী  
iii. ইরানের নাগরিক  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১১১. ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম জাতির অন্যতম হলো—  
i. গারো ii. সাঁওতাল iii. ভীল  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১১২. "তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকল দেবতার"—একথা বলার কারণ হলো—  
i. মানুষের হৃদয় পৃথিবীর মন্দির বলে  
ii. মানব অন্তরে পরমাত্মার অবস্থান বলে  
iii. মানুষ বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী বলে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১১৩. নিজ প্রাণ খুঁজে দেখলে সকল শাস্ত্র খুঁজে পাওয়ার কারণ হলো—  
i. মানব মন সকল জ্ঞানের উৎস  
ii. মানবহৃদয় নীতিবোধে উজ্জীবিত  
iii. সকল কেতাবের মূল বিষয় মানুষ মনে ধরে রাখে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১১৪. পুঁথি-কেতাবকে মৃত-কঙ্কালের সাথে তুলনা করার যুক্তি হলো—  
i. পুঁথি-কেতাব জড় পদার্থ  
ii. এগুলো মৃত প্রাণির মতো অচল  
iii. পুঁথি-কেতাব অসীম জ্ঞানের ভান্ডার  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১১৫. দেবতা-ঠাকুর অমৃত হিয়ার অন্তরালে হাসেন, কারণ—  
i. মানুষ হৃদয়ে রেখেও দেবতাকে পুঁথিতে খোঁজে বলে  
ii. আপন অন্তরে দেবতার অস্তিত্ব বুঝে না বলে  
iii. অন্তর ধর্ম বড় ধর্ম অনেকে বোঝে না বলে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১১৬. যেখানে সব বাধা-ব্যবধান এক হয়ে গেছে, সেখানে কবি সাম্যের গান গাইতে চাওয়ার কারণ হলো—  
i. বিশ্বব্যাপী অভিন্ন মানবজাতির কল্পনা করায়  
ii. হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানকে আলাদা না ভাবায়  
iii. সব বাধা-ব্যবধানকে তুচ্ছ মনে করায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii
১১৭. বাঁশির কিশোর কর্তৃক মহাগীতা গাওয়ার উদ্দেশ্য হলো—  
i. কর্তব্য-করণীয় বোঝানো  
ii. সঠিক পথে চলার নির্দেশনা প্রদান  
iii. ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগ্রত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii

১১৮. হৃদয় মন্দিরে এসে সকল রাজমুকুট লুটাইয়া পড়ার কারণ হলো—

- i. হৃদয়ের বিচারে মনুষ্য জাতি অভেদ বলে
- ii. হৃদয়ের কাছে অহমিকা পরাস্ত হয় বলে
- iii. মানুষ স্বভাবতই উর্ধ্বমুখী মানসিকতার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii

১১৯. এইখানে বসে ঈসা-মুসা সত্যের পরিচয় পেলেন যেভাবে—

- i. অন্তর থেকে স্রষ্টার ডাক শুনে
- ii. অবিকশিত হৃদয় সত্যনুসন্ধানের পরম স্থান বলে
- iii. হিয়ার মাঝে বিধাতার সম্প্রদান লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii

১২০. “এই মাঠে হলো মেঘের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।” বলতে বোঝায়—

- i. মানব হৃদয়ে সকল যুগাবতার এক হয়ে গেছে
- ii. অন্তরে দেবতা-ঠাকুরের বাস
- iii. ভবের দোকানে দর-কষাকষি আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii

১২১. “মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়”— কথাটি বলার কারণ হলো—

- i. মানুষের হৃদয়ই পৃথিবীর দেবালয়
- ii. হৃদয় সকল দেবতার বিশ্ব-দেউল
- iii. এই হৃদয়ে সকল তীর্থের অবস্থান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii

১২২. মানুষের হৃদয়ে গ্রন্থিত হলো—

- i. উপাসনালয়ের পবিত্রতা
- ii. শাস্ত্রের সুবচন
- iii. ধর্মের ব্যাপকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii

১২৩. ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় উল্লিখিত হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় স্থান—

- i. কাশী    ii. মথুরা
- iii. কুন্দাবন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii

১২৪. ‘দেউল’ শব্দের অর্থ হলো—

- i. নিঃস্ব    ii. মন্দির    iii. দেবালয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii

১২৫. ‘নীলাচল’ বলতে বোঝায়—

- i. জগন্নাথ ক্ষেত্র    ii. নীলবর্ণযুক্ত পাহাড়

iii. নীলবর্ণসদৃশ আকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii

১২৬. ‘সাম্যবাদী’ কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো—

- i. মানুষ জাতির একত্ব    ii. সকল শাস্ত্রের মূল এক
- iii. ধর্মের বিস্তার মানুষ হৃদয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii

১২৭. সাম্যবাদী কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে—

- i. মানবিকতাবোধ    ii. সাম্যের জয়গান
- iii. মনুষ্যত্বের জয়গান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ i ও iii    ঘ i, ii ও iii

১২৮. কবি নজরুল কর্তৃক সম্পাদিত পত্রিকা হলো—

- i. নবযুগ    ii. ধূমকেতু    iii. সবুজপত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ i ও iii    গ ii ও iii    ঘ i, ii ও iii

১২৯. কাজী নজরুল ইসলামকে সাম্যবাদী কবি বলা হয়, কারণ তিনি—

- i. নারী-পুরুষের সমতা চেয়েছেন
- ii. ধনী-গরিবের ক্ষমতা চেয়েছেন
- iii. ধর্মীয় বিভেদ ভুলে যেতে বলেছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ ii ও iii    গ ii ও iii    ঘ i, ii ও iii

১৩০. কবি যেখানে সাম্যের গান করেন তা হলো—

- i. হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের মিলন স্থান
- ii. যেখানে সব বাধা-ব্যবধান এক হয়ে গেছে
- iii. বৈষম্যমুক্ত মানবসমাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ i ও iii    গ ii ও iii    ঘ i, ii ও iii

১৩১. কবির মতে, রাসুল-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-যিশু সবাই একই বাণী প্রচার করেন, আর তা হলো—

- i. সাম্য    ii. মৈত্রী    iii. মানবতার বন্ধন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii    খ i ও iii    গ ii ও iii    ঘ i, ii ও iii

**চ** অভিনু তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :

\* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩২ ও ১৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
পবিত্র হাদিসে আছে, “আল্লাহ তাকেই বেশি ভালোবাসেন, যিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন।” তাই সৃষ্টিকে ভালোবাসলে স্রষ্টাকে লাভ করা যায়।

১৩২. উদ্দীপকের সাথে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাদৃশ্য কোথায়?

- ক সমদর্শিতায়    খ কেবাত বহনে
- গ উপাসনালয়ে    ঘ পণ্ডশ্রমে

১৩৩. এই সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি নিচের কোন চরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত?

- ক ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি

- ৩ কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত পুঁথি কঙ্কালে  
 ৭ এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী মথুরা, বৃন্দাবন  
 ৩ তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকল দেবতার
- \* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩৪-১৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 ‘শুন হে মানুষ ভাই,  
 সবার উপরে মানুষ সত্য,  
 তাহার উপরে নাই’
১৩৪. উদ্দীপকের চরণের সাথে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাদৃশ্য কোথায়?  
 ক বিশ্বব্যাপী এক জাতির কল্লনায়  
 খ মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ভাবনায়  
 গ সাম্যবাদী চেতনায়  
 ঘ সত্য প্রতিষ্ঠার ভূমিকায়
১৩৫. উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি নিচের কোন চরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?  
 ক তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান  
 খ এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা  
 গ পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও  
 ঘ ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুন
- \* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩৬-১৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 ‘ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,  
 মানুষের স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।’
১৩৬. ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবির কোন মানসিকতা উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে?  
 ক সাম্প্রদায়িকতার  
 খ সম্প্রীতির  
 গ বন্ধুত্বসুলভের  
 ঘ সাম্যবাদিতার
১৩৭. উদ্দীপকের সমার্থক বক্তব্য ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন চারণে লক্ষ করা যায়?  
 ক যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান  
 খ ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুন  
 গ এ মাঠে হলো মেঘের রাখাল নব্বিরা খোদার মিতা  
 ঘ হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে
- \* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩৮-১৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 ‘হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোনজন।  
 কাঙারী বল, ডুবছে মানুষ সন্তান মোর মার।’
১৩৮. উদ্ভূত চরণদ্বয়ে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন চেতনটি প্রধান হয়ে উঠেছে?  
 ক সাম্যবাদী চেতনা  
 খ ধর্মীয় চেতনা  
 গ সংকীর্ণ চেতনা  
 ঘ নান্দনিক চেতনা
১৩৯. উদ্দীপকের এই চেতনা পালনকারী ‘সাম্যবাদী’ কবিতার চরণ হলো-  
 i. যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিস্টান  
 ii. যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান  
 iii. এইভাবে বসে ঈসা-মুসা পেল সত্যের পরিচয়  
 ক i ও ii  
 খ ii ও iii  
 গ i ও iii  
 ঘ i, ii ও iii
- \* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪০-১৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 ‘কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনা-  
 পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়,  
 সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি।’
১৪০. উদ্দীপকটিতে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন ভাবটি প্রধান হয়ে

উঠেছে?

- ক মানবহৃদয়ের গুরুত্ব  
 খ মানুষের ক্ষমতার প্রাধান্য  
 গ মানুষের বিবেকের তাড়না  
 ঘ মানুষের স্বার্থপরতা
১৪১. উপর্যুক্ত চেতনা প্রকাশক চরণ হলো-  
 i. সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!  
 ii. তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকল দেবতার  
 iii. এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন  
 ক i ও ii  
 খ ii ও iii  
 গ i ও iii  
 ঘ i, ii ও iii
- \* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪২-১৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 ‘আমার প্রাণের কোন নিভৃত লুকিয়ে কাঁদায় গোধূলিতে-  
 মন আজও তার নাম জানে না, রূপ আজও তার নয়কো চেনা’-
১৪২. ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন দিকটি উপরের উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে?  
 ক মানবহৃদয়ের নিভৃত স্রষ্টার অবস্থান  
 খ মানুষই সকল ক্ষমতার উৎস  
 গ মানুষের হৃদয়ের রূপ অচেনা  
 ঘ প্রত্যেক লোকই স্বার্থপর প্রকৃতির
১৪৩. এ চেতনা বা দিকটি নিচের যে চরণে প্রকাশ পেয়েছে তা হলো-  
 i. হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে  
 ii. তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকল দেবতার  
 iii. পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা খুশি পুঁথি ও কেতাব বও  
 ক i ও ii  
 খ ii ও iii  
 গ i ও iii  
 ঘ i, ii ও iii
- \* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৪-১৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 জরীর পোশাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা,  
 এই ঈদগাহে তুমি কে ইমাম?  
 নিঙাড়ি কোরান-হাদিস ও কেতাব, এই মৃতদের মুখে  
 অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি? হাত দিয়ে বল বুকে।  
 নামাজ পড়েছে, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ জানি,  
 হায় তোতাপাখি, শক্তি দিতে কি পেরেছে একটুখানি?
১৪৪. উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে?  
 ক শুধু শাস্ত্রপাঠ পন্ডশ্রম  
 খ মানুষ জাতির একত্ব  
 গ শাস্ত্রজ্ঞদের ব্যবসাবৃত্তি  
 ঘ স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা
১৪৫. উদ্দীপকে প্রকাশিত দিকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার যে ভাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তা হলো-  
 i. কিন্তু কেন এ পন্ডশ্রম  
 ii. মগজে হানিছ শূল?  
 iii. দোকানে কেন এ দরকষাকষি?  
 ক i ও ii  
 খ ii ও iii  
 গ i ও iii  
 ঘ i, ii ও iii
১৪৬. উদ্দীপকটিতে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন ভাবটি ফুটে উঠেছে?  
 ক স্রষ্টাপ্রীতি  
 খ বিরহ কাতরতা  
 গ অনুশোচনা  
 ঘ ভ্রান্ত আবেগ
১৪৭. এই ভাবটি প্রকাশক শব্দগুচ্ছ হলো-  
 i. মনের মানুষের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা

- ii. সৃষ্টিকর্তার সাথে অকৃত্রিম প্রেম  
 iii. যুগাবতারের সজসুখ প্রাপ্তির বাসনা  
 ক i ও ii গ ii ও iii ঘ i ও iii ঙ i, ii ও iii
- \* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৮-১৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 মোরা একই ব্রহ্মে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান  
 মুসলিম তার নয়ন-মনি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥
১৪৮. উদ্দীপকের কোন বিষয়টি 'সাম্যবাদী' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?  
 ক অভেদ জাতি গ রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা  
 ঘ মন্দির-কাবা ঙ যুগাবতার
১৪৯. উদ্দীপকটি নিচের যে চরণের সাথে ভাবগত সাদৃশ্য রাখে তা হলো-  
 i. যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান  
 ii. এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট  
 iii. যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-কৃষ্ণান  
 ক i ও ii গ ii ও iii ঘ i ও iii ঙ i, ii ও iii
- \* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫০-১৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 মরমী সাধক লালন শাহ 'মানবধর্ম' শীর্ষক কবিতায়  
 মানবতাবাদের পরম বাণী ঘোষণা করেছেন। জাতকে  
 তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। তাঁর মতে মনুষ্যধর্মই  
 সারকথা।
১৫০. উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন ভাবটি প্রাসঙ্গিক?  
 ক অসাম্প্রদায়িক চেতনা গ বৈষম্যবিহীন দৃষ্টিভঙ্গি  
 ঘ সাম্যবাদী ঙ ধর্মগ্রন্থের অসারতা
১৫১. এরূপ প্রাসঙ্গিকতা ফুটে উঠেছে যে চরণে-  
 i. যেখানে মিশেছে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ কৃষ্ণান  
 ii. যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান  
 iii. কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত পুঁথি-কঙ্কালে  
 ক i ও ii গ ii ও iii ঘ i ও iii ঙ i, ii ও iii
- \* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫২-১৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 সর্কেটিস ছিলেন বিশ্বখ্যাত দার্শনিক। তাঁর প্রচারিত

'নিজেকে জানো' বক্তব্যটি সাড়া বিশ্বে আলোড়ন  
 তুলেছে। তাঁর আপন সত্তাকে চেনার এ দর্শন আজও  
 অমলিন।

১৫২. উদ্দীপকের 'নিজেকে জানো' বক্তব্যটির সঙ্গে  
 'সাম্যবাদী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক কোনটি?  
 ক আপন হৃদয়ের ওপর নির্ভরশীলতা  
 গ নিজের অজ্ঞা-প্রত্যজকে চেনা  
 ঘ মানুষের মন বড় দুর্বোধ্য  
 ঙ মানুষ মনের দ্বারা তাড়িত নয়
১৫৩. উপরের সাদৃশ্যজ্ঞাপন দিকটি নিচের যে চরণের সাথে  
 সাদৃশ্যপূর্ণ তা হলো-  
 i. এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই  
 ii. এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন  
 iii. ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুন  
 ক i ও ii গ ii ও iii ঘ i ও iii ঙ i, ii ও iii
- \* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৪ ও ১৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর  
 দাও :  
 মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার, তবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার  
 সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার, মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার  
 নিরাকারে জ্যোতির্ময় যে, আকার-সাকার হইলো সে  
 দিব্যজ্ঞানী হয়, তবে জানতে পায়, কলি যুগে হলেন মানুষ  
 অবতার
১৫৪. 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত?  
 ক যুগাবতার গ বিবেক ঘ গুরু-শিষ্য ঙ মনুষ্যত্ব
১৫৫. উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত চরণ হলো-  
 i. তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার  
 ii. সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ  
 iii. কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত পুঁথি-কঙ্কালে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

## ➡ রিভিশন অংশ (Revision)

আলোচ্য অংশে জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাড়ির কাজ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা, জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক আরও কিছু প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশটি অনুশীলনের মাধ্যমে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও Revision সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

### ➡ বাড়ির কাজ

- 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবিমন সাম্যের যে গান গেয়েছেন তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।
- 'সাম্যবাদী' কবিতায় পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি কবির সমদর্শন আলোচনা কর।
- 'সাম্যবাদী' কবিতায় পৃথিবীর সকল মানুষকে সমান বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- 'সাম্যবাদী' কবিতায় "সকল জ্ঞান মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত" - বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
- 'মানবহৃদয়ই সকল ঐশ্বর্যের আধার' - সাম্যবাদী কবিতায় কবির এ মতবাদের যৌক্তিকতা আলোচনা কর।
- 'সাম্যবাদী' কবিতায় বলা হয়েছে "সকল ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের মূলকথা এক ও অভিন্ন" - এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

### ➡ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- সাম্যের গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষের যত বৈষম্য বিদ্যমান সব বিলীন হয়ে যায়।
- মানুষের মাঝেই সমস্ত জ্ঞান নিহিত রয়েছে। এ জ্ঞানের অন্বেষণ করলে অন্য কোনো মত ও পথের অনুসরণ করা প্রয়োজন হয় না।

- হৃদয়ের অন্বেষণ করেই পৃথিবীর বড় বড় মানুষেরা সত্যের সম্মান লাভ করেছে। পৃথিবীতে সত্যের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন।
- মহাপুরুষেরা হৃদয়ের সত্য অনুধাবন করতে পেরেছেন। হৃদয়ের চেয়ে বড় মন্দির, কাবা বা পবিত্র স্থান কোথাও নেই।
- ইরান বা পারস্যের নাগরিককে পার্সি বলা হয়। মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মাবলম্বীদেরকে জৈন বলা হয়। হিবু জাতি ও ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে বলা হয় ইহুদি। সাঁওতাল, ভীল, গারো-এরা হলো প্রাচীন ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী।
- কনফুসিয়াসকে বলা হয় মহান শিক্ষক, তিনি একজন চীনা দার্শনিক, চার্বক হলো বস্তুবাদী দার্শনিক।

## টেস্ট বুক অ্যানালাইসিস

### ক জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১. ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটির রচয়িতা কে?

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম।

২. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

৪. কাজী নজরুল ইসলাম কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৫. চুরুলিয়া কোন মহকুমার অন্তর্গত?

উত্তর: চুরুলিয়া আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত।

৬. কাজী নজরুল ইসলামের পিতার নাম কী?

উত্তর: কাজী ফকির আহমদ।

৭. কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে পিতাকে হারান?

উত্তর: আট বছর বয়সে পিতাকে হারান।

৮. কাজী নজরুল ইসলাম কত বজ্ঞাদে নিম্ন প্রাইমারি পাস করেন।

উত্তর: ১৩১৬ বজ্ঞাদে নিম্ন প্রাইমারি পাস করেন।

৯. কত বছর বয়সে লেটো গানের দলে যোগ দেন?

উত্তর: বারো বছর বয়সে লেটো গানের দলে যোগ দেন।

১০. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন?

উত্তর: ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন।

১১. কাজী নজরুল ইসলাম কী হিসেবে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন?

উত্তর: একজন সৈনিক হিসেবে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন।

১২. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন?

উত্তর: ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।

১৩. কাজী নজরুল ইসলামকে কখন ঢাকায় আনা হয়?

উত্তর: বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকায় আনা হয়।

১৪. কোন কবিকে বাংলাদেশের ‘জাতীয় কবির’ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়?

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলামকে।

১৫. ‘বাউন্ডেলের আত্মকথা’ গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর: ‘সংগীত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৬. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতার নাম কী?

উত্তর: প্রথম কবিতার নাম ‘মুক্তি’।

১৭. ‘মুক্তি’ কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর: ‘বঙ্গীয় মুসলমান পত্রিকায়’ প্রকাশিত হয়।

১৮. ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি কত বজ্ঞাদে প্রকাশিত হয়?

উত্তর: ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি ১৩২৮ বজ্ঞাদে প্রকাশিত হয়।

১৯. ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর: ‘বিজলী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২০. ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থটি কার রচিত?

উত্তর: ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থটি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত।

২১. ‘বান্ধনহারা’ উপন্যাসটি কার রচিত?

উত্তর: ‘বান্ধনহারা’ উপন্যাসটি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত।

২২. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে ‘পদ্মভূষণ’ উপাধিতে ভূষিত হন?

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৬০ সালে ‘পদ্মভূষণ’ উপাধিতে ভূষিত হন।

২৩. কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

২৪. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

২৫. ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি কীসের গান গেয়েছেন?

উত্তর: ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি সাম্যের গান গেয়েছেন।

২৬. সকল কেতাব ও কালের জ্ঞান কোথায় রয়েছে?

উত্তর: সকল কেতাব ও কালের জ্ঞান মানুষের মধ্যে রয়েছে।

২৭. কবির মতে, এ হৃদয়ের চেয়ে বড় কী নেই?

উত্তর: কবির মতে, এ হৃদয়ের চেয়ে বড় মন্দির-কাবা নেই।

২৮. কোরানের সাম-গান কে গেয়েছেন?

উত্তর: কোরানের সাম-গান হযরত মুহাম্মদ (স.) গেয়েছেন।

২৯. আরব-দুলাল কোথায় বসে আত্মশ্রম শুনতেন?

উত্তর: আরব-দুলাল কন্দরে বসে আত্মশ্রম শুনতেন।

৩০. কে মহা-বেদনার ডাক শুনতেন?

উত্তর: শাক্যমুনি মহা-বেদনার ডাক শুনতেন।

৩১. ‘পদ্মশ্রম’ অর্থ কী?

উত্তর: ‘পদ্মশ্রম’ অর্থ বিফল পরিশ্রম।

৩২. বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষদের কী বলা হয়?

উত্তর: বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষদের যুগাবতার বলা হয়।

৩৩. বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক কে?

উত্তর: বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক গৌতম বুদ্ধ।

৩৪. মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছে সমভাবে সম্মানিত পুণ্যস্থান কোনটি?

উত্তর: সমভাবে সম্মানিত পুণ্যস্থান জেরুজালেম।

৩৫. ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা?

উত্তর: ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটি ‘সাম্যবাদী’ কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।

৩৬. শ্রীকৃষ্ণ কোন ধর্মের অনুসারীদের অবতার পুরুষ?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ধর্মের অনুসারীদের অবতার পুরুষ।

৩৭. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কার মুখনিঃসৃত বাণী?

উত্তর: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী।

### খ অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. কবি ‘সাম্যের গান’ গেয়েছেন কেন?

উত্তর: কবি মানুষকে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে ‘সাম্যের গান’ গেয়েছেন।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাদের মাঝে কোনো হিংসা-ভেদাভেদ-ঝগড়া-মারামারি থাকা উচিত নয়। মানুষকে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে কবি অসাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করেছেন। মানুষের বড় পরিচয় সে মানুষ। এ বিষয়টিকে উপলব্ধি করে একটি হিংসা-বিদ্বেষহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কবি ‘সাম্যের গান’ গেয়েছেন।

২. “যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।”- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ও খ্রিস্টানকে মানুষ হিসেবে সমান বিবেচনা করতে গিয়ে কবি কথাটি বলেছেন।

জাতের ওপর কোনো মানুষের হাত থাকতে পারে না। তাই একজন মানুষ হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ কিংবা মুসলিম সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করতেই পারে। তাই বলে মানুষের মাঝে পার্থক্য থাকাটা শোভনীয় নয়। কারণ, মানুষের বড় পরিচয় সে মানুষ। এ বিষয়টি উপলব্ধি করাতেই কবি চরণটি ব্যবহার করেছেন।

৩. “কে তুমি?-পার্সি? জৈন? ইহুদী?” -কবি এগুলো বলেছেন কেন?

উত্তর: কবি মনে করেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবকিছু ভুলে মানুষের উচিত হবে মানুষকে মানুষ মনে করা।

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের সম্প্রদায় রয়েছে, ধর্ম রয়েছে এবং থাকবে-এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনচেতনাকে ধারণ করে মন্দিরতুল্য সত্য ‘মানুষের পরিচয়’ ভুলে যাওয়া আদৌ উচিত হতে পারে না। তাই কবি মানুষের চেতনায় সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের পরিচয় তুলে ধরতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র ভুলে যেতে বলেছেন।

৪. কনফুসিয়াস কেন বিখ্যাত?

উত্তর: কনফুসিয়াস চীনা মানুষের জীবন সংস্কারে অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করার জন্য বিখ্যাত।

কনফুসিয়াস একজন চীনা দার্শনিক ছিলেন। তিনি সব মানুষের মাঝে একতাবদ্ধ হওয়ার বাণী প্রচার করতেন এবং তাদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে নানা উপদেশ দিতেন। তাঁর আদর্শে,

চেতনায়, নিষ্ঠায় নির্দেশনায় চীন হয়ে ওঠে এক আদর্শ রাষ্ট্র। তাই বলা যায়, তিনি চীনাদের মাঝে একতাবদ্ধ জীবন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

৫. “পেটে-পিটে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও” চরণটিতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর: কবি মানুষের হৃদয়কে বড় শিক্ষালয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন বলে চরণটি ব্যবহার করেছেন। সব ধর্মের বড় বিষয় হলো কল্যাণ করা, উত্তম আচরণ করা, মিথ্যা না বলা ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো সৃষ্টি হয় প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়বৃত্তকে ধারণ করে। শুধু বই-পুঁথি কাঁধে নিলে বা মগজে জ্ঞানকে ঢেলে মানুষ্যত্বের প্রকৃত বিষয়টি ফুটে ওঠে না। মানুষের জীবনচরণের প্রকৃত শিক্ষালয় হলো তার হৃদয়। এ বিষয়টিকে বোঝাতেই কবি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

৬. ‘কোরান-পুরান-বেদ-বেদান্ত’ চর্চাকে কবি কী হিসেবে দেখেছেন?

উত্তর: কোরান-পুরান-বেদ-বেদান্ত-এ বিষয়গুলো দ্বারা কবি অপয়োজনীয় চর্চাকে বুঝিয়েছেন।

প্রত্যেকটি ধর্মগ্রন্থের মূল কথাই হলো পরোক্ষভাবে সত্য কথা বলা, সংচিন্তা করা ইত্যাদি। আর এসব বিষয়ের সূচনাস্থান মনুষ্যহৃদয়। কবি বলেছেন এসব গ্রন্থ পড়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। কারণ মানুষের মনই সকল কল্যাণের মহৎকর্মের, সুখী জীবনের চিরন্তন উৎস। তাই কবি উল্লিখিত ধর্ম-গ্রন্থ পড়াকে অপয়োজনীয় চর্চা বলেছেন।

৭. ‘পণ্ডশ্রম’ কথাটি কবি কেন ব্যবহার করেছেন?

উত্তর: ‘পণ্ডশ্রম’ শব্দটিকে কবি এজন্য ব্যবহার করেছেন যে, এটি এমন শ্রমকে বোঝায় যা কোনো উপকারে আসে না।

অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে আমাদের সমাজে। সেগুলো পাঠ করে আমরা অনেক শ্রম দিচ্ছি ও সময় নষ্ট করছি। কবির মতে, এসব শ্রমের কোনো মূল্য নেই। কারণ, তিনি সকল কল্যাণকর ও উত্তম কাজের মূল স্থান হিসেবে হৃদয়কে জানতেন। তাই এসব ধর্মগ্রন্থ পড়া মানেই পণ্ডশ্রম।

৮. মগজে হানিছ শূল-বলতে কী বোঝ?

উত্তর: মানুষের হৃদয় হলো সকল পবিত্র ধর্মগ্রন্থের একমাত্র উৎসস্থান। এটিকে বোঝাতেই কবি চরণটি ব্যবহার করেছেন। মানুষ যেভাবে ধর্মগ্রন্থ পড়ছে, যেভাবে মগজে তাকে স্থান দেয়ার নানা চেষ্টা চালাচ্ছে তা আদৌ কল্যাণকর নয়। চাপ প্রয়োগ ও অনেক ধৈর্যে এগুলো পড়া মানেই মগজকে আঘাত করা। মানুষের হৃদয়ই বড় পবিত্র স্থান ও ধর্মের আধার। এ বিষয়টিকে বোঝাতেই কবি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

৯. “তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান”-বুঝিয়ে দাও।

উত্তর: কবি সকল কালের ও সকল কিতাবের জ্ঞান হিসেবে মানুষের চিত্তকে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মের স্থান রয়েছে। সেগুলোতে নিত্যই আমরা যাই ও জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করি। কবি মনে করেন এর কোনো মানে হয় না। কারণ মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ ও জ্ঞানের আধার থাকতে পারে না। এ বিষয়টিকে বর্ণনা করতেই

কবি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

**১০. মানুষের মাঝেই সকল ধর্ম কথাটি কেন বলা হয়েছে?**

**উত্তর :** মানুষের বিবেক থাকার দরুনই সকল ধর্ম মানুষের মাঝে কথাটি বলা হয়েছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তার বিবেক থাকার কারণে সে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা। বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমেই সকল ধর্ম-অধর্মকে অনুধাবন করা যায়। মানুষের হৃদয় ধর্মের আধার। এ কারণেই বলা হয়েছে মানুষের মাঝেই সকল ধর্ম।

**১১. “তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।” –কেন বলা হয়েছে?**

**উত্তর :** প্রতিটি মানুষের মাঝে দেবতার অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে কবি চরণটি ব্যবহার করেছেন।

মানুষের হৃদয় যেমন মন্দির তেমনি দেবতাদের আশ্রয়স্থল। একজন ইচ্ছা করলেই কল্যাণকর কাজ বা অকল্যাণকর কাজ করতে পারে। এটি তার একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষের ভালো বা মন্দ কাজ সংঘটিত হয়। কবির মতে, বিবেকই হলো মানুষের মাঝে অবস্থানরত দেবতা। প্রশ্নোক্ত চরণটি দ্বারা কবি এ বিষয়টিকেই বুঝিয়েছেন।

**১২. “কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?” –ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** মানুষের হৃদয়েই যে দেবতাদের আশ্রয়স্থল এ বিষয়টিকে বোঝাতেই কবি চরণটি ব্যবহার করেছেন। মানুষের বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। তাঁরা সবসময় নির্জীব মৃত ও কঙ্কালতুল্য ধর্মগ্রন্থের মাঝে দেবতাদের খুঁজতে থাকেন নিরন্তর। সেখানে যে আদৌ দেবতাদের অস্তিত্ব মাত্রও নেই এ বিষয়টি আদৌ উপলব্ধি করতে জানল না। সেই জড় পুঁথিতে দেবতা থাকেন না; থাকেন মানুষের হৃদয়ে। এ বিষয়টি বোঝাতেই কবি এ কথাটি বলেছেন।

**১৩. “এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।” কেন?**

**উত্তর :** কবি মানুষের হৃদয়কে পবিত্রতম স্থান হিসেবে উল্লেখ করতেই এটি বলেছেন।

পৃথিবীতে অসংখ্য পবিত্র স্থান যেখানে প্রত্যহ আমরা যাচ্ছি নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করতে। অথচ আমাদের হৃদয়ই যে পবিত্রতম জায়গা সে সম্পর্কে আমরা অবগত নই। এই হৃদয়ের বিচারই বড় বিচার। হৃদয়ের মর্যাদার তুলনায় রাজমুকুটের মর্যাদা কিছুই না। এ বিষয়টিকে প্রকাশ করতেই কবি উক্তিটি করেছেন।

**১৪. “এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়। কেন? ব্যাখ্যা**

কর।

**উত্তর :** হৃদয়ই যে সকল সত্যের আধার এ বিষয়টিকেই কবি চরণটিতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

বিবেকবর্জিত মানুষ আদৌ সত্যের দিশারি হতে পারে না, দেখাতে পারে না সুখী-সুন্দর জীবনের উৎস। মুসা ও ঈসা আল্লাহর নবি ছিলেন। তাঁরা সদা সত্য ও কর্তব্যকে হৃদয়ের আসনে সমাসীন করেই মানুষের মাঝে তুলে ধরলেন সত্যের পরিচয়। তাঁরা মনে করতেন বিধাতার আসনই সত্য, আর সত্যের স্থানই হলো মনুষ্য হৃদয়। সত্য হৃদয়রাজকে উপস্থাপন করতেই কবি মুসা ও ঈসার প্রসঙ্গ এনেছেন।

**১৫. “এই মাঠে হল মেঘের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।” – বলতে কী বুঝ?**

**উত্তর :** সত্য চেতনা, সত্য জীবন ও সত্য হৃদয়কে তুলে ধরতেই কবি চরণটি ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহর নবীরা সত্য পথকে অবলম্বন করতেন। তারা হৃদয় মন্দিরকে পবিত্র রেখেছেন। ফলে আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও গড়ে ওঠে। তাদের সত্য হৃদয়ই তাদের জীবনচরণকে ফুলতুল্য পবিত্র মন্দির করেছে। সত্যতার বিশ্বাসের হৃদয়কে উপস্থাপন করতেই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

**১৬. শাক্যমুনি সিংহাসন ত্যাগ করলেন কেন?**

**উত্তর :** মানুষের আত্মনাদে হৃদয় কেঁদে ওঠায় তাদের সহযোগিতার নিমিত্তে শাক্যমুনি সিংহাসন ত্যাগ করলেন। যেকোনো বিবেকবান ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই মানুষের দুঃখ-কষ্টে সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে পারেন। শাক্যমুনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মানুষের দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করে সত্যের পথে নেমে এসে দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ান। এটি তার পক্ষে সত্য-সুন্দর সফল হৃদয়ের জন্যই সম্ভব হয়েছিল।

**১৭. “এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।” –কবি এটি কেন বলেছেন?**

**উত্তর :** মানুষের হৃদয়ই সবচেয়ে পবিত্র উপাসনালয়-এ বিষয়টিকে অনুধাবন করতে কবি চরণটি ব্যবহার করেছেন।

একমাত্র বিবেকী শক্তিই মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। সে চাইলেই কল্যাণকর কাজ করতে পারে, আবার অকল্যাণকর কাজও করতে পারে। মানুষের মন যেহেতু পবিত্রতম উপাসনালয়, সেহেতু দয়ার সমুদ্র তার হৃদয়। সে চাইলেই অন্যদের ক্ষমা ও উপকার করতে পারে। মানুষের মহৎ হৃদয়কে তুলে ধরতে কবি প্রশ্নোক্ত চরণটি ব্যবহার করেছেন।

## ► পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

### ☞ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

#### প্রশ্ন-১৯ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আমার পক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।

বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশুবারি



অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।

ক. ‘বাউন্ডেলের আত্মকথা’ গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

খ. ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি সাম্যের গান গেয়েছেন কেন?

গ. উদ্দীপকটির সাথে সাম্যবাদী কবিতার বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত কর।

ঘ. “বিষয় ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও সাম্যবাদী কবিতা একই চেতনার ধারক।”—মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

#### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. ‘বাউন্ডেলের আত্মকথা’ গল্পটি ‘সওগাত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

খ. কবি পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভেদাভেদকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সাম্যের গান গেয়েছেন।

এই পৃথিবীর মানুষ জাতি ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতির দোহাই দিয়ে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। এ জন্যই পৃথিবীময় চলছে এত বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধবিগ্রহ। কবি চান মানুষ সকল ভেদাভেদ ভুলে শান্তিতে সমতা প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে একই কাতারে বসবাস করুক আর বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক। এজন্যই কবি ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় সাম্যের গান গেয়েছেন।

#### ৩ টিপস

গ. প্রথমে মনোযোগসহকারে উদ্দীপকটি পড়ে কবিতার মূল বিষয়বস্তু বের কর। এরপর কবিতাটি ভালোভাবে পড়ে লক্ষ্য কর ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় মূলত কবি কোন বিষয়ের সমতার কথা বলেছেন। দেখবে এখানে কিছুটা ভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এরপর যুক্তিসহকারে সে বৈসাদৃশ্যগুলো সাজিয়ে লেখ।

ঘ. প্রথমে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়ে কবিতার কবির মূল চাওয়া কী তা ধরার চেষ্টা কর। এবার ‘সাম্যবাদী’ কবিতা পড়ে দেখ এখানেও কবি একই বিষয় কামনা করেছেন ভিন্ন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে। এবার মূল্যায়ন অংশে যুক্তি সহকারে তোমার উত্তরের সপক্ষে বিষয়টি তুলে ধরে সরল ভাষায় প্রশ্নের উত্তর সম্পন্ন কর।

#### প্রশ্ন-২৥ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজম সাহেব ধার্মিক ও দানবীর হিসেবে খ্যাত। তার গ্রামেই বাস করে নিম্নশ্রেণির ও দারিদ্র্যপীড়িত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। রোগ, শোক, ক্ষুধা, দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু জাত ও ধর্মের অহমিকায় আজম সাহেব তাদেরকে হীনদৃষ্টিতে দেখেন এবং তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন। তারা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলেও তিনি কখনো তাদের দেখতে যান না বা কোনো অর্থ সাহায্য করেন না।

ক. কনফুসিয়াস কে?

খ. “এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির—কাবা নাই।”—কবি কেন এ কথা বলেছেন?

গ. উদ্দীপকের আজম সাহেবের সাথে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় কর।

ঘ. “জাত-ধর্মের উর্ধ্বে সত্য—সুন্দর—কল্যাণময় অসাম্প্রদায়িক সমাজের প্রত্যাশাই ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে।”—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

#### সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. কনফুসিয়াস হলেন প্রাচীন একজন দার্শনিক।

খ. সৃষ্টিকর্তার অবস্থিতির কারণে এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির—কাবা নাই।

জগৎজুড়ে অসংখ্য মন্দির—মসজিদ তৈরি করেছে হিন্দু—মুসলমান ধর্মের মানুষেরা। তাদের বিশ্বাস সৃষ্টিকর্তা সেই মন্দির আর মসজিদে অবস্থান করেন। কিন্তু প্রতিটি ধর্মই সৃষ্টিকর্তা মানুষের হৃদয় বা অন্তরের মধ্যই বিরাজমান। এই বিষয়টি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করার কারণেই কবি বলেছেন—“এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির, কাবা নাই।”

#### ৩ টিপস

গ. প্রথমে উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়ে আজম সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝার চেষ্টা কর। এবার ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটি গভীর মনোযোগসহ পড়ে দেখ এখানেই এমন শ্রেণির এক ধরনের মানুষ আছে। এবার আজম সাহেবের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উক্ত মানুষগুলোর সাদৃশ্যগুলো দেখিয়ে উত্তর সমাপ্ত কর।

ঘ. উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়ে দেখ, এখানে জাতি-ধর্মের ভেদাভেদের বিষয়টি রয়েছে। এবার ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটি পড়ে উচ্চতর জ্ঞান দিয়ে অনুধাবন করে দেখ এ ভেদাভেদ ধ্বংস করার জন্যই কবি এই কবিতাটি লিখেছেন। এবার মূল্যায়ন অংশে কবির মনোভাবের সঙ্গে এই বিষয়টি মিলিয়ে উত্তরের পক্ষে যৌক্তিক অবস্থান তুলে ধর।